খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

মাতৃ ভাষা

- মাতৃভাষার গুরুত্ব
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
- ফেব্রুয়ারি মাস ভাষা মাস
- বর্তমান প্রজন্ম মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন

জন্ম

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮

প্যারিস, ফ্রান্স

মিরা আলফাসা (২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮---১৭ই নভেম্বর ১৯৭৩) তাঁর অনুগামীদের কাছে ‘ **দ্য মাদার**’ বা **শ্রীমা** নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক গুরু, জাদুবিদ্যাবিদ এবং শ্রীঅরবিন্দের একজন সহযোগী। **শ্রীঅরবিন্দ** তাঁকে তাঁর সমান যোগসাধক মর্যাদার মনে করতেন। তাঁকে তিনি **দ্য মাদার বা শ্রী মা** নামেই ডাকতেন। তিনিই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং **অরোভিলকে** একটি সার্বজনীন শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

“ একদিনে যে কেউ তার নিজের স্বভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারে না। তবে ধৈর্য্য এবং সহনশীলতার ইচ্ছার সাথে বিজয় অবশ্যই আসবে। ”--শ্রীমা

“সদিচ্ছা এবং বিশ্বাস থাকলে কিছুই অসম্ভব নয়।”--শ্রীমা

DIVINE LIFE FOUNDATION
(A CENTRE FOR RESEARCH & STUDY ON INTEGRAL YOGA OF SRI AUROBINDO)
NANI GOPAL MANSION ,GROUND FLOOR ,MILAN PALLY ,SILIGURI
TIMINGS : MONDAY & WEDNESDAY (7 P.M TO 9 P.M),CONTACT NO. SECRETARY 9434046158

TERAI NURSING INSTITUTE
TERAI NURSING INSTITUTE
APPROVED BY WBNC & INC
"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের STUDENT CREDIT CARD মাধ্যমে GNM NURSING COURSE এ ভর্তি করান এবং নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী ক্ষমতায়ন এ একটি বলিস্ট পদক্ষেপ গ্রহন করুন
Free Addmission in Nursing GNM Course
Contact us for more information
99331-76656
www.terainursing.com

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- ★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- ★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- ★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- ★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- ★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- ★ BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- ★ PAUL AUTOMOBILES
- ★ M&C IRON STORES
- ★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VII Issue-7
1st February-29th February 2024 LANGUAGE DAY
সপ্তম বর্ষ-সংখ্যা-৭ ভাষা দিবস ১১ই মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
ফেব্রুয়ারী ২০২৪ ভাষা দিবস

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী.), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

শ্রীমায়ের বাণী সমূহ..........০৩
শ্রীমা সম্পর্কে কিছু তথ্য..........০৩
কোন স্বপ্ন নিয়ে শ্রীমায়ের আরোভিল নগর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল......০৪
কবে থেকে মা হলেন আশ্রমের শ্রীমা..........০৫
শ্রী অরবিন্দের আর্য্য পত্রিকা ফরাসিতে অনুবাদ করতেন শ্রীমা.....০৭
একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে কিছু কথা.........বিশ্বজিৎ পাল..........১৪
বাংলা মাধ্যমে পড়ার আগ্রহ তলানিতে...গণেশ বিশ্বাস..........১৫
বাংলা ভাষার প্রতি ডাঃ মুকুন্দ মজুমদারের অবদান...............ডাঃ স্মৃতিকণা মজুমদার..........১৬
মাতৃভাষার গুরুত্ব...............কবিতা বণিক..........১৯
আমার ভাষা ফুটপাথবাসীদের প্রতি ভালোবাসা..পূজা মোক্তার....১৯
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস...............অনিল সাহা..........২০
বাংলা আমার মাতৃভাষা...............সজল কুমার গুহ..........২০
ভাষা শহিদদের স্মরণে কিছু কথা...............সজল কুমার গুহ......২১
ভাষা দিবস নিয়ে এভাবে ভাবলেই ভালো হয়...আশীষ ঘোষ......২৩
মায়ের জীবনী..........২৪
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস...............ধনঞ্জয় পাল..........২৮
ফেব্রুয়ারি মাস ভাষা মাস...............সজল কুমার গুহ.....২৯
বর্তমান প্রজন্ম মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন..অনিল চন্দ্র রায়..........৩০
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা..........৩১
মাতৃভাষা দিবস পালন তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে..পুস্পজিৎ সরকার...৩২

ঃঃ কবিতা ঃঃ

২১শে ফেব্রুয়ারি...............নির্মলেন্দু দাস..........০৯
মিষ্টি মধুর বাংলা ভাষা...............মুকুল দাস..........১০
একুশে ফেব্রুয়ারি...............অর্চনা মিত্র..........১১
আমার ভাষা...............মিঠু ঘোষ..........১১
একুশে ফেব্রুয়ারি...............গৌরী চৌধুরী..........১২
বাংলা ভাষা...............অদিতি চক্রবর্তী..........১২
মাতৃভাষা মাগো তুমি...............দুলাল দত্ত..........১৩
মাতৃভাষা ....রিয়া মুখার্জী..........১৩
ছড়া-সম্রাট ভবানী প্রসাদ...............শুভজিৎ বোস..........২২
ভাষা তৈরির ভাবনা...............গোপা দাস..........২২
বাংলা ভাষা...............অনিল সাহা..........২৭
শহিদ...............নিখিল সরকার..........২৭

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

বিয়ের মরশুমেও কেনাকাটার জন্য এখন মানুষের মন টানছে এই বুটিক..........২৪

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

“কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিতি মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়।”--বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

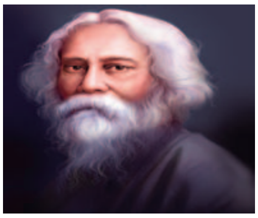

সম্পাদকীয়

মাতৃ ভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই বিশেষ দিনে আমরা পৃথিবীর সব ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। সব ভাষাভাষীর মানুষের প্রতি আমাদের ভালোবাসা জানাই।

জন্মের সময় মায়ের আদরে বড় হতে হতে হামাগুঁড়ি দেওয়ার সময় শিশু প্রথম মা বলতে শেখে। আমাদের বাংলার ঘরে ঘরে শিশুরা জন্মের পরপরই মা শব্দটি প্রথমে উচ্চারন করে। পরে স্কুলে যাওয়ার পর মাম্মি, ড্যাডি বলা শেখে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এভাবে যে শিশু যে ঘরে জন্মগ্রহন করে সেই ঘরে তাঁর মায়ের ভাষাই শিশুর মাতৃ ভাষা। এমনকি মাতৃ গর্ভে থাকার সময় থেকেই শিশুর কানে তাঁর মায়ের ভাষাই পৌঁছায়। সেই কারনেই হয়তো আমরা শুনতে পাই , মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম। সেই অর্থে কোথাও বাংলা, কোথাও নেপালি, কোথাও কামতাপুরি, কোথাওবা অন্য ভাষা যার যা ভাষা সে সেই ভাষাতেই প্রথমে মায়ের শিক্ষা পায়। যখন সেই শিশু কথা বলতে শেখে তখন সে ইংরেজি মাধ্যম বা অন্য মাধ্যমের স্কুলে ভর্তি হয়। আজকাল প্রতিযোগিতার বাজারে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সব অভিভাবকই শিশুকে ইংরেজি মাধ্যমে ভর্তি করতে চান। কিন্তু ইংরেজি মাধ্যমে শিশুকে পড়াতে একটু খরচ রয়েছে। ফলে যেসব বাবা মা আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর তারা শিশুকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াতে দিতে পারেন না। তাদের কাছে তখন ভরসা সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুল। কিন্তু শিশুর মেধা, প্রতিভা থাকলে বাংলা মাধ্যম থেকেও বহু শিশু ভবিষ্যতে কৃতিত্বের সাক্ষর বহন করছে। কিন্তু আমাদের বিষয় হলো, মাতৃভাষায় শিক্ষা দিন। আমরা বলবো, কেউ যদি ইংরেজি শিখতে চায় বা শুধু ইংরেজি কেন, যে যে ভাষা শিখতে চায়, শিখুক কোনো আপত্তি নেই। বরঞ্চ যে যত ভাষা শিখবে সে ততই সমৃদ্ধ হবে। যে যত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করবে সে ততই জীবনে চলার পথে এগিয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। বহু ভাষা শিক্ষা গ্রহন করলে মেধার শক্তি যে আরও বৃদ্ধি পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি বহু ভাষা শিক্ষাগ্রহনের জেরে পেশাগত সুবিধাও অনেক রয়েছে। সব ভাষার প্রতিই তাই আমাদের শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু আমরা যেহেতু বাংলা ভাষায় কথা বলি, বাংলাই আমাদের জন্মস্থান তাই মাতৃভাষা আমাদের বাংলা। এই বাংলা ভাষারও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে গোটা বিশ্বে। বাংলা ভাষাতে অসাধারন সব সাহিত্য তৈরি হয়েছে। বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। তাই বাংলাকে অবহেলা করে কোনো উন্নতি হতে পারে না। মাতৃভাষা বাংলাকে অবহেলা করে বাঙালির কোনো ভাষা শিক্ষা সম্পূর্ন হতে পারে না। তাই ইংরেজি বা অন্য ভাষা শিক্ষার সঙ্গে বাঙালির সন্তানরা বেশি বেশি করে বাংলা ভাষাও শিখুক। বাংলাতেও একটু কথা বলুক, একটু বাংলা পত্রপত্রিকা পড়ুক, বাংলা একটু লিখুক।

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ “মহাসাহিত্য”

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ “ আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)” সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রূপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

শ্রীমায়ের বাণী সমূহ

“ভগবানের জন্য কোনো কাজ করা মানেই দেহের পরিশ্রম দিয়ে তাঁর পূজা করা। ”--শ্রীমা

“কেবল ভগবানের চাকরি ছাড়া আর কোনো চাকরিই আমাদের করবার নেই। ”--শ্রীমা

“ভগবানের কৃপার উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে এবং সকল অবস্থাতে তাঁরই সাহায্য আকিঞ্চন করতে শেখা চাই, তাহলে দেখবে তাঁর কৃপায়কত অঘটন ঘটবে। ”--শ্রীমা

“পাহাড়ের পথে দুটি মাত্র দিক থাকে, উপরে ওঠবার দিক আর নিচে নামবার দিক, তুমি কোন দিকটাকে তোমার পিছনে রেখে চলছ তার উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। ”--শ্রীমা

“কামনাকে খুশি করার চেয়ে তাকে জয় করাতেই বেশি আনন্দ। ”--শ্রীমা

‘লোক-দেখানোর ইচ্ছা যাতে এসে পড়ে এমন সব-কিছু জিনিসকেই আমাদের যত্নের সঙ্গে এড়িয়ে চলতে হবে। ”---শ্রীমা

“নিজে ভিতর থেকে রাগকে তাড়ালেই ভয়ও আপনা থেকে সরে যাবে। ”--শ্রীমা

“সবচেয়ে বেশি সাহসের কাজ হলো নিজের দোষ স্বীকার করা। ”--শ্রীমা

“হিংসা ও তার সঙ্গে কুৎসা করে কেবল তারাই যারা নিজেরা দুর্বল ও ক্ষুদ্র। তাদের উপর কোনো রাগ না করে করুনা করাই উচিত। ও-সব জিনিসকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে আমাদের কৃত নিশ্চয়তার আনন্দকে অব্যাহত রাখতে হবে। ”--শ্রীমা

“সুরুচিবোধ থাকাই কলাবিদ্যার কৌলীন্য”---শ্রীমা

“এই বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে আশ্চর্য জিনিসের কোনো শেষ নেই। নিজেদের ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধন যতই ছাড়িয়ে যাবো,ততই সেই সব পরমাশ্চর্য জিনিস আমাদের চোখে পড়তে থাকবে। ”---শ্রীমা

“আমিত্বকে ছাড়িয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। বাস্তব চেতনার ভিতর থেকে তাড়িয়ে দিলেও আবার একবার সে বড়ো হয়ে দেখা দেয় আধ্যাত্মিক চেতনার রাজ্যেও। ”--শ্রীমা

“ধ্যানে বসলে প্রত্যেকবারেই নতুন কিছু মিলে যায়,কারণ তার মধ্যে প্রত্যেক বারেই নতুন কিছু ঘটে। ”--শ্রী মা।

“দুজন মানুষ যখন ঝগড়া করে,তখন দুজনেরই ভুল থাকে। ”--শ্রীমা

“কে কতখানি মহৎ তা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতা থেকেই বোঝা যায়। ”---শ্রীমা

“সরলতার মধ্যে বিশেষ এক অনির্বচনীয়সৌন্দর্য আছে। ”--শ্রীমা

শ্রী মা সম্পর্কে কিছু তথ্য

শ্রী মা এর পুরো নাম ব্লাঞ্চ রাচেল মীরা আলফাসা

জন্ম ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮, প্যারিস, ফ্রান্স।

প্রয়ান ঃ ১৭ নভেম্বর ১৯৭৩ (প্রয়ান ৯৫ বছর বয়সে), পুদুচেরি, ভারত।

সমাধি দেওয়া হয় ভারতের পুদুচুরিতেতে যা পন্ডিচেরী নামে খ্যাত।

প্রার্থনা, ধ্যান, আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে দিয়ে প্রায় সারা জীবন কাটিয়েছেন।

তিনি তৈরি করেছেন প্রতিষ্ঠান শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, অরোভিল।

কোন স্বপ্ন নিয়ে শ্রী মায়ের অরোভিল নগর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ?

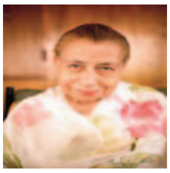

পন্ডিচেরীতে গিয়ে অনেকে অরোভিল নগর দেখে এসেছেন। কিন্তু কে এই অরোভিল নগরী তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন? উত্তর হলো শ্রীমা। শ্রী মায়ের স্বপ্ন সাফল্যের একটি চরম নিদর্শন হলো এই অরোভিল। এমন অপূর্ব স্বপ্ন কেউ কখনো দেখেনি। এমন অভাবনীয় পরিকল্পনা ইতিপূর্বে কেউ কখনো করেনি। চৌদ্দ বছর আগে ১৯৫৪ সালে মা এই স্বপ্নের কথা বলেন--

পৃথিবীতে কোথাও এমন একটি স্থান থাকবে যা কোন জাতিবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। সেখানে পৃথিবীর সকল জাতির মানুষই জগৎ-নাগরিক বলে গণ্য হবে এবং একমাত্র পরমতম সত্যকেই তাদের প্রভু বলে মানবে। এখানে সবরকম শিক্ষা দেওয়া হবে। পরীক্ষা পাসের জন্যে নয়, আপন আপন গুণের সাধ্যতম উৎকর্ষ ঘটাবার জন্য। এখানে সকলে কাজ করবে অর্থোপার্জনের জন্য নয়, যথাসম্ভব আত্মপ্রকাশের দ্বারা সর্বজনের সেবার জন্য। পৃথিবী এখনও এরুপ আদর্শকে সফল করবার জন্য প্রস্তুত হয়নি, সেই জন্যেই আমি এখনও একে স্বপ্ন মাত্র বলছি। কিন্তু একদিন এই স্বপ্নই বাস্তবে রুপ নেবে। বস্তুত ঃ আমরা শ্রী অরবিন্দ-আশ্রমে সংক্ষিপ্ত আকারে এই আদর্শকেই রুপ দিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছি। ক্রমশ আমরা সেই লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি এবং আশা করি একদিন বিপর্যস্ত জগতের চোখের সামনে এই স্বপ্নাদর্শের বাস্তব পরিণতি প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরতে পারবো--

মায়ের সেই স্বপ্নই এখন বাস্তবে রুপ নিয়ে হয়েছে অরোভিল নগরীর সূচনা। এ নগরীর ভিত্তিস্থাপনা হয়ে গেছে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮। অরোভিল কারো সম্পত্তি নয়,অরোভিল সমগ্র বিশ্ব মানবের। অরোভিল হতে চায় অতীত ও ভবিষ্যতের সেতুস্বরুপ, ভিতরে ও বাহিরে সকল প্রকার আবিস্কারে সুযোগ নিয়ে।

কবে থেকে মা হলেন আশ্রমের শ্রীমা

বিয়াল্লিশ বছর বয়স থেকে মা পন্ডিচেরীর আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন।তখন আশ্রম বলতে কিছুই ছিল না।-- মা সেখানে থেকে প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা শুরু করলেন--

এই ভাবে আরো ছবছর কাটলো। ইতিমধ্যে মায়ের এখানকার সাধনাও সম্পূর্ণ হয়েছে, আর তিনি নিজের হাতে আশ্রম গঠন ও পরিচালনার ভারও অনেকটা সম্পূর্নরুপে নিয়েছেন। ১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখে শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেন। ওই দিন থেকে আশ্রমের পুরোপুরি সব কিছুর ভার এবং আশ্রমবাসীদের আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনারও দায়িত্ব মায়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বাহ্য জগতের সঙ্গে সকল সংস্রব ছেড়ে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরটিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে রইলেন। ওই দিন থেকেই মা হলেন আশ্রমের শ্রীমা। তখন থেকেই ওরা দুজনে দুইরকমের কাজের পন্থা গ্রহন করলেন। শ্রীঅরবিন্দ ভার নিলেন কেবল ভগবানের সঙ্গে বোঝাপড়া করার, আর মা ভার নিলেন জগতের যত মানুষদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার।

উত্তরাধিকার সূত্রে শ্রী মা প্রভুত অর্থ লাভ করেছিলেন। শ্রী মায়ের জন্ম স্থান ফ্রান্সের প্যারিসে। সেখান থেকে তিনি পন্ডিচেরীতে চলে এসেছিলেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে যে পরিমান অর্থ লাভ করেছিলেন তার পরিমান সম্বন্ধে বিশেষ করে কেউ জানে না, সেই অর্থ দিয়ে পন্ডিচেরীতে শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের আশপাশে কিছু কিছু বাড়ি কিনে তিনি আশ্রমটিকে ক্রমে ক্রমে অনেকখানি বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। তাছাড়া আরও নানাভাবে আশ্রমে অর্থ এসে পড়তে লাগলো। তখন শ্রীঅরবিন্দ এই নিয়ম করে দিলেন যে আশ্রমে যারা এসে থাকবে তারা তাদের সব কিছুই মাকে সমর্পন করে দেবে, তা

ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার
তোমায় আমরা ভুলছি না ভুলবো না

বাংলা ভাষার জন্য তোমার লড়াই আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকবে।
তোমায় জানাই প্রণাম, তোমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

ডঃ স্মৃতিকণা মজুমদার
ও সদস্যবৃন্দ
বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি

সামান্যই হোক আর যথেষ্টই হোক, আর মা তাদের ভরণপোষন প্রভৃতি সকল কিছুর ভার নিয়ে নেবেন। সেই নিয়ম এখনও পর্যন্ত চলছে। এই ভাবে মা ক্রমে ক্রমে বেশ বড়ো করেই গড়ে তোলেন শ্রী অরবিন্দ আশ্রম।

মা সেখানে একদিন বললেন যে, এই আশ্রমে বসে বসে কেবল ধ্যান করলেই চলবে না। ধ্যান করছো করো, কিন্তু তা ছাড়াও সকলকে এখানকার কিছু না কিছু কাজ করতে হবে। অন্য কোন কাজ নয়, এই আশ্রমেরই নিজস্ব নানারকম পরিচালনার কাজ। এই আশ্রমটিকে সকলে মিলে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর করে তুলতে হবে। সেকাজও ভগবানের কাজ, তাঁকে স্মরণ করে নিঃস্বার্থ ও নিরাসক্তভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সে কাজ করতে থাকলে তাতেও ভগবানের সাধনা করা হবে। কেবল জ্ঞানযোগই যোগ নয়, কর্মযোগও যোগ। শ্রী অরবিন্দও ঠিক একই কথা বলেছেন। তাঁর পূর্ণাঙ্গযোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম কোনটাকেই বাদ দিলে চলবে না। অতএব সবাইকে নিয়মিতভাবে কিছু কাজ করতে হবে, যে যেমন পারে। এরজন্য তিনি আশ্রমে কয়েকটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলে দিলেন, যেমন খাদ্য বিভাগ, শিল্প বিভাগ, কৃষ্টি বিভাগ ইত্যাদি। প্রত্যেক বিভাগের কর্মীরা কাজ করবে মায়ের নির্দেশ অনুসারে। এরপরে শ্রী মা আশ্রমে আবার এক নতুন রকমের নিয়ম করলেন। তিনি সকলের শরীর চর্চার দিকে খুব ঝোঁক দিলেন। বললেন, যে কাজ করা ছাড়াও সকলকেই কিছু না কিছু শরীর চর্চায় নিযুক্ত হতে হবে,--

শরীর চর্চা দোষের নয়, এটা দরকারী। একজন যোগীর পক্ষেও দরকারী। একে নিতান্ত স্থূল ব্যাপার মনে করা উচিত নয়, এর নাম শারীর সাধনা, এও যোগেরই একটা অঙ্গ।

শ্রীঅরবিন্দও মুক্ত কণ্ঠেই এতে সায় দিলেন। তিনি বললেন যে আমরা কুস্তিগীর পালোয়ান কিংবা কসরৎগীর ভীমভবানী হওয়া চাইছি না, আমরা চাইছি যে সুস্থ ও সাবলীল করে আপন আপন দেহকে গড়ে তোলা। সাধনা কেবল মনের দিক দিয়েই নয়, প্রাণের দিক দিয়েই নয়, দেহের দিক দিয়েও চাই সাধনা, তবেই তা হবে পূর্ণাঙ্গ যোগ। এ বিষয়ে কারো উপরে অবশ্য কোনো বাধ্যতা থাকবে না, যে যেমনভাবে পারবে শরীর চর্চায় যোগ দেবে। মাঠে খেলাধূলাও একরকমের শরীরচর্চা।

শ্রীঅরবিন্দের আর্য্য পত্রিকা ফরাসিতে অনুবাদ করতেন শ্রীমা

১৯১৪ সালের ২৯শে মার্চ স্বামী পল রিসারের সঙ্গে শ্রী মা প্রথম ফ্রান্স থেকে পন্ডিচেরীতে। তখনও তিনি শ্রীমা নামে পরিচিত হননি। তাঁর নাম তখনও ছিলো মীরা আলফাসা। এরপর মীরা আলফাসা শ্রী অরবিন্দের আধ্যাত্মিক যোগের সংস্পর্শে আসেন। শ্রী মা-ও শৈশব থেকেই আধ্যাত্মিক সাধনা, ধ্যান যোগ চর্চা করতেন। শ্রী অরবিন্দের সংস্পর্শে যেন তা অন্যমাত্রা পায়। আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী অরবিন্দ পন্ডিচেরীতে থেকে পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতেন। এরপর সেখানে পল রিসার এবং শ্রীমার উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দের বিভিন্ন জমে থাকা লেখা নিয়ে প্রকাশ পায় আর্য্য পত্রিকা। ১৯১৪ সালের ১৫ আগস্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে আর্য্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীতে নাম ছিলো শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, পল রিসার ও মীরা রিসার। শ্রী মার পূর্ব নাম ছিলো মীরা আলফাসা।

ফরাসি ভাষাতে এই আর্য পত্রিকার অনুবাদ করতেন শ্রী মা। পত্রিকার হিসাব রাখা, গ্রাহক তালিকা প্রস্তুত করা, এবং মুদ্রনের দায়িত্ব ছিলো শ্রীমায়ের।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন – সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

নি:স্বার্থ সেবা

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR, WARD NO. 40, SILIGURI-734006

২১শে ফেব্রুয়ারি

নির্মলেন্দু দাস (কবি চন্দ্রচূড়)

অর্ন্তমুখী দ্বন্দ থেকে মুক্তি দিলাম ২১
শে ফেব্রুয়ারি।
অজস্র কাব্যের ধ্বনি দিয়ে চিনে
নিলাম আমরা উত্তরসূরী
শুধু সেই রক্তিম আভার স্মৃতির
প্রতিচ্ছবি সঙ্গে করি
আমরা করেছি আহ্বান ২১শে
ফেব্রুয়ারি।
সেই সব উত্তাল দিনের উৎফুল্ল উচ্ছাস
প্রানবন্ত ধ্বনি,
ভূমিকম্প আসা মৃদু কম্পনের মত
কান পেতে শুনি।
ভেসে আসে অসংখ্য মানুষের নিঃশর্ত
ঢেউয়ের শব্দ ।
নিঃস্তব্ধ শহরের মাটি ফেটে চৌচির,
শুঁকি বারুদের গন্ধ।
ভেঙ্গে যায় ছোট ছোট হাট, বিকল
গাড়ির মতো পরিত্যক্ত ।
অথচ ২১শে ফেব্রুয়ারি আজও
জাগ্রত।
অত্যন্ত চেনা মুখ ফিরোজা, রিজিয়া
বেগম, নমিনা, আক্তার বিবি
ঘরের দরজা করে উন্মুক্ত।
অথবা আলত শীতে হঠাৎ যেন
সেইসব রমণীর খসে পড়ে বোরকা।
শিশির ভেজা সন্ধ্যায় নামাজ পড়ে
বালিকা
কাছে থাকে শুদ্ধ তারকা।
নিঝুম রাতের রাত্রি কাটে, মূঢ় মুখে
ফুটে ওঠে নানা ভাষা।
সোনার বাংলার বুকে জেগে থাকে সে
এক অন্য আশা।
ওদিকে মসজিদে মজলিশে বারকত,,,,
জব্বার, সালাম কিম্বা
রফিকের কঠিন দাপটে কেঁপে ওঠে
দুঃশাসনের গিড়ি।
আলগা হয় উপড়ের সিঁড়ি।
দশের কোঠার ছেলের হাতে ওঠে
আগুনের সংকল্প।
সন্মানহীন রাজনীতি ডুবে যায় সঙ্কটে।
অজস্র অসংখ্য মৃত্যুর ছাড়পত্র নয়,
ভাষার চরম পত্রে ভেঙ্গে পড়ে মাটিতে
দর্পের গর্বিত পর্বত।
ঢাকার বুকে রক্তের দাগ গড়ে তোলে
বাংলার ইজ্জত।
২১শে ফেব্রুয়ারির শেষে তপ্ত স্মৃতির
স্বর্ণ দ্বারের দেশে
মন থাকে পরে স্বপ্ন দেউলের পাশে।
কান পেতে শুনি নরম চুড়ির আনন্দ
কে যেন আলপনা আঁকে দোরে, রঙিন
ভাষা অফুরন্ত।
সত্যি কোন প্রেম দিশারী প্রেমিক
বিবির মন থাকে না ঘরে,
ন্যাংটা কোন দামাল ছেলে শক্ত হাতে
বৃক্ষ রোপন করে।
হিসাব করে চলার মতো বয়স গেছে
চলে,
হিসাব করে বলার মতো শব্দ গেছে
ভুলে।
এখন শুধু স্বাধীন পুরুষ, নারীর কণ্ঠে
আসে সুর,
সবুজ ঘাসের প্রাণের কোণে কোণে
জেগে থাকে ভাষার পুকুর।
২১শে ফেব্রুয়ারির দিন আসে ফিরে
ফিরে,
কথার কথা নানান কথায় আমাদের
সভা ঘরে
প্রেয়সীর রাঙা হাতে পঞ্চ প্রদীপ জ্বলে,
শহিদের প্রাণে থাকে শতায়ুর প্রাণ।
সফলতা জেগে ওঠে, ভেঙ্গে যায়
বেদনার কঠিন বেদী।
ওপারেতে দীপ জ্বলে, এপারে
আলোর ছটা আসে,
মাঝে থাকে মানুষের গড়া ভিন্ন দিক,
ভিন্ন দেওয়াল।
তবু তুমি আমি ভালোবাসি,
কাছে থেকে আরো কাছে আসি।
ঘরে ফিরে তোমাকে স্মরণ করি,
ভাষাহীনে ভাষা দিয়ে ২১শে
ফেব্রুয়ারি।

মিষ্টি মধুর বাংলা ভাষা

মুকুল দাস (বয়স-৯৯)

বাংলা ভাষা বাঙালির কোমল
হৃদয় জুড়ে ,
এই ভাষা আসে সবার কাছে বার
বার ঘুরে।
বাংলা ভাষা সহজ সরল যেন চক
চকেসোনা,
এই ভাষা স্বর্ণ ভাষা সকল ভাষার
গহনা।
যতই থাকুক দুঃখকষ্ট --এই ভাষাতে
সুখ.
রাত পোহালে দেখি তাই বাংলা
ভাষার মুখ।
বাংলা ভাষা মাতৃ ভাষা, এই ভাষাতে
বল ভরসা
বাংলা ভাষায় চাওয়াপাওয়া, নানান
পরিক্রমা,
এই ভাষাতে শিশু প্রথম শিখে বলা মা,
মা, মা।
বাংলা ভাষায় বর্ণ পরিচয়,বিদ্যাসাগর
দিয়েছে দিশা,
মানুষ হওয়া বড় হওয়া পূরন করে
সবার আশা।
বাংলায় আছে নানা জাতি, নানা পোষাক পরিচ্ছদ,
বাংলা ভাষা বাঙালির গর্ব,সকল
ভাষার মিষ্টি সম্পদ।
বাংলা ভাষায় রাজা রবি, মন্ত্রী
নজরুল
আছে সাথে সুকান্ত, জীবনানন্দ, অতুল।
একালের সেকালের কবিরা সব
ওদের সেনাপতি,
হাজার লেখক লিখছে লিপি, লিখছে
কত গীতি।
মিষ্টি মধুর এমন ভাষা আর নেইকো
কোথা,
বিশ্বের মানুষ জানে সবাই, এই মুকুট
অহংকার থাকবে বাঁধা।
এই ভাষাতেই বাউল করে গান,
সতেজ রাখে বাঙালির মন প্রাণ।

একুশের ডাক

তন্ময় ঘোষ
(শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি)

বাংলা মোদের মাতৃভাষা,
সেই ভাষাতেই ডাকি,
বাংলা ভাষার বর্ণ নিয়ে
মনের ছবি আঁকি।
বাংলা মোদের অহংকার
বাংলা মোদের প্রাণ,
একসাথে মোরা শুনি আজো
রাম-রহিমের গান।।
মাতৃ ভাষায় মা কে ডাকি,
ভাষাতেই জয়গান,
ভাষায় জাগুক পুণ্যভূমি,
সবাই আনন্দ খুঁজে পান।।
ভাষার দাবিতে কত মিটিং-মিছিল
দলে-দলে , নর-নারী,
স্মৃতির পাতায় আবেগ জড়ানো,
একুশে ফেব্রুয়ারী।।
একুশ তুমি বুকের আগুন,
একুশ চোখের জল,
একুশ তুমি ভাষার দাবি,
মোদের বুকের বল।।
মোরা গর্বে লিখি মাতৃভাষা,
লিখছি ছড়া ছন্দে,
মাতৃভাষা সবার প্রাণে,
গাইছি গান আনন্দে।।
রফিক-বরকত গর্ব মোদের
অমর শহীদ বীর,
আজ তোমাদের জানাই সেলাম,
শ্রদ্ধায় নতশির।

একুশে ফেব্রুয়ারি

অর্চনা মিত্র
(কবি, বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)

একুশ হলো বাংলা ভাষার চেতনার ফল
বিশ্ববন্দিত শহিদ মিনারে রক্তঝরা গান
শপথ করে জিতে নিয়েছে বাংলা ভাষার
মান দুই বাংলার একই ভাষা একই মায়ের
টান
একুশে ফেব্রুয়ারি ৩০ লাখ প্রাণের
শোকাহত একাত্তরের তাজা রক্তের
শ্রদ্ধাঞ্জলি টান সোনার বাংলাদেশের রক্ত
গড়া ফেব্রুয়ারি তাদের জীবনের ঋন শোধ
হবে না জানি,
একুশে ফেব্রুয়ারি উজ্জীবিত বাঙালির বল
শঙ্খের ধ্বনিতে বল একুশ তোমার একুশ
আমার বাংলা মায়ের মান থাকে যেন সদা
নিজের মাতৃভাষার চেতনার ফলের টান।

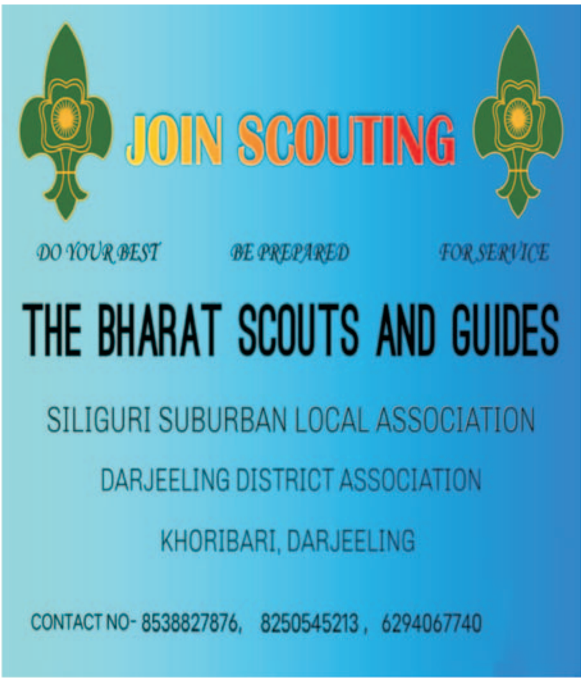

আমার ভাষা

কলমে মিঠু ঘোষ
(পূর্ণ ভবন, নিউ টাউনপাড়া, জলপাইগুড়ি)

আমি চাই জেগে উঠুক আমার মাতৃভাষা ,
কেননা মর্যাদা পেয়েছে সে নিজের
অধিকারের।
আমার ভাষায় রচিত হয়েছে কাব্যের ঘরানা,
আমার ভাষা দিক থেকে দিগন্তে ভেসে
বেড়াচ্ছে নিজের অধিকারে।
আমার ভাষায় ফুল ফুটে উঠুক প্রাঙ্গনে,
আমার ভাষায় পাখিরা গেয়ে উঠুক গানে
গানে।
মাতৃ ভাষায় দেবী বন্দনার হোক উন্মোচন,
মাতৃ ভাষায় নবীন পত্র ফাগুনের ঝড়ো
হাওয়ার পর গজিয়ে উঠুক তরুদলে।
আমার মাতৃভাষা পূজিত হোক মন্দিরের
ঘন্টায়,
মাতৃ ভাষার অধিকার লড়াইয়ে নেমে আজ
যারা হয়েছে শহিদ তাদের জানাই সশ্রদ্ধ
প্রণাম।
সালাম, বরকত, রফিক, সফিউর, জব্বার বীর
ভাইয়েরা জীবন দিয়েছে বলি,
কত মায়ের কোল হয়েছে খালি।
কত সন্তান হয়েছে পিতৃ হারাতে,
কত নারী তার স্বামীকে দেখেছে চোখের
সামনে ভাষার মর্যাদার লড়াইতে নেমে
চিরবিদায় নিতে।
জয় হোক আমার মাতৃভাষার,
বিজয় ধ্বজা নিয়ে থাকুক চিরকাল।

একুশে ফেব্রুয়ারি

সৃজনে --উত্তর কন্যা গৌরী চৌধুরী

মনে আছে? উনিশ শতকের বাহান্ন সালের
একুশে ফেব্রুয়ারি এই দিনে নির্মমভাবে
গুলি করেছিল গুলি বর্ষনকারী। গর্বে বুকটা
ভরে যায় এদের জন্য,
যাঁরা জীবন করেছে দান ভাষার জন্য।
বাংলাদেশের সোনার ছেলে ভাষা শহিদের
দল,
জীবনত্যাগে এনে দিলো বাংলা ভাষার ফল,
তাঁদের দানে আজকে আমরা স্বাধীনভাবে
বাংলা বলি,
সেই সোনার ছেলেদের ত্যাগের কথা কেমন
করে ভুলি?
রফিক, সালিম, বরকত আরও হাজার বীর
সন্তান,
করল ভাষার মান রক্ষা বিলিয়ে আপন প্রাণ,
যাঁরা রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি ওঁরা
যে অম্লান,
ধন্য আমার মাতৃভাষা ধন্য তাঁদের প্রাণ।
ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মাস,
বাংলা আমার মাতৃভাষা মেটায় মনের আঁশ,
রক্তে কেনা বাংলা আমার লক্ষ শহিদের
দান,
তবুও কেন? বন্ধু তোমার বিদেশের প্রতি
টান।
সকাল বেলা পান্তা খেয়ে বৈশাখের ওই দিন,
বিকেলে আবার উঠেছো। মেতে ইংলিশ হিন্দি
গান,
এই দিনে কোটি কোটি বাবা মা ভাই
বোনদের,
রক্তের বিনিময়ে এই সোনার বাংলা ভাষা
আমাদের।
এই দিনটির অপেক্ষায় আমরা কোটি মানুষ
লক্ষে,
ফুল হাজার তোড়া নিয়ে জানাই তাঁদের
শুভেচ্ছা,
একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সহ পশ্চিমবঙ্গ
তথা,
সমস্ত বাংলা ভাষা ব্যবহার করি জনগণের
গৌরবজ্জ্বল।

বাংলা ভাষা

অদিতি চক্রবর্তী
(শিলিগুড়ি)

বাংলা ভাষা আমাদের প্রাণের ভাা

আমাদের পরম সম্পদ,

এ ভাষায় কথা বলি, লিখি গান, কবিতা ,

আমাদের সকল আশা, সকল ভালোবাসা

বাংলা ভাষা

মাতৃভাষার অপমান

সইবে কেমনে বলো সন্তান?

২১শের সেই প্রতিবাদে

ঝরে গেলো কিছু প্রাণ।

স্বজন হারার আর্তনাদ

রক্তে রাঙা গ্রামের পথ,

কার হিম্মত কে রোধেরে

বাংলা ভাষার বিজয় রথ?

ওরে সামাল সামাল দামাল

ছেলে ভাই,

বীর শহিদের মৃত্যু নাই,

২১শের সেই দুঃখের স্মৃতি

আজও যে ভুলি নাই।

মাতৃভাষা

রিয়া মুখার্জী
(শিলিগুড়ি)

ছোট্ট থেকে স্বপ্ন আমার মাতৃভাষা নিয়ে,
খেলবো শব্দ গুচ্ছ নিয়ে গড়বো গল্প মেলা,
কবিতার ছন্দ মিলিয়ে করবে মনে খেলা,
আশা আছে খুদেদের ভালোবাসা বাড়বে
মাতৃভাষার প্রতি,
বুঝবে সবাই মাতৃভাষা বলতে নেই কোনো
ক্ষতি,
সব ভাষার উপরে মাতৃভাষা ভাই
কিন্তু মাতৃভাষা জানলে শুধু বাজারে চাকরি
নাই,
সবার মাতৃভাষার চাই সঠিক মূল্য,
মাতৃভাষাকে সম্মান দিয়ে বোঝাতে হবে তা
সম্পদ অমূল্য,
আশা করি মাতৃভাষায় পড়বে সবাই বই,
তবেই অমর হবে ২১ সবার মনে,
শহিদেরা সম্মান পাবে বলিদানের বদলে।

মাতৃভাষা মাগো তুমি

দুলাল দত্ত, শিবমন্দির

ভাবনা আমায় যতই ভাবাক
স্বর্গ থেকে মর্ত্য
খোয়াপ যতই আগলে ধরুক
আনুক শত সর্ত
লোভের থালা যতই হাসুক
দেখ ঈশারা রোজ
যতই হৃদয় টানতে কাছে
করুক যতই খোঁজ
ভালোবাসার সোহাগ মেখে
যতই ভোলাক মন
তোমার কোলে মাথা রেখে
খুঁজব প্রাণের ধন
এটাই প্রাণের শেষ অঙ্গীকার
তোমার কাছে মাগো
মাতৃভাষা মাগো তুমি
আপন মনে জাগো

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা
আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি
এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে কিছু কথা

বিশ্বজিৎ পাল
(ইসলামপুর)

বাংলাদেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস হলো ২১শে ফেব্রুয়ারি। বাংলা ভাষার জন্য যারা শহিদ হয়েছেন তাদের স্মরনে এই দিনটি পালিত হয়। ১৯৫২ সালের এই বিশেষ দিনে বাংলাদেশের ঢাকাতে মাতৃ ভাষা বাংলার স্বীকৃতির দাবিতে তুমুল আন্দোলন মিছিল হয়। সেই সময় আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি চালায় পুলিশ। সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার সহ বেশ কয়েকজন সেই সময় পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। গুলিতে যারা শহিদ হন তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কার্যত বাংলাদেশের এই ভাষার আন্দোলনকে মর্যাদা দিতেই ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয় একুশে ফেব্রুয়ারিকে। বিশ্ব জুড়ে এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হয়।

বাংলাদেশ তখন পূর্ব পাকিস্তানের অধীন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করলে তার প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়। ঢাকাতে আন্দোলন চলার সময় পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র শহিদ হন। তাদের মধ্যে রফিক, জব্বার, সফিউর, সালাম,বরকত এর নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরনীয় দিনটি ছিল বাংলার ১৩৫৮ সনের ৮ ফাল্গুন।

বাংলা মাধ্যমে পড়ার আগ্রহ তলানিতে ?

কলমে ঃ গণেশ বিশ্বাস
(অটো চালক, শিবমন্দির , শিলিগুড়ি)

বাংলা মাধ্যমে পড়ার আগ্রহ আজকাল তলানিতে ঠেকেছে বলে শুনছি। এর জন্য দায়ী ছাত্রছাত্রীরা একদম নয়। অভিভাবকরা অনেকেই এরজন্য দায়ী।

পুরনো সে দিনে আমাদের মা-বাবা আমাদের অতি আদর যত্নে ছোটবেলা থেকে নানা ঐতিহ্য মেনে মানুষ করেছেন। মাঠেঘাটে ঝড় বৃষ্টি মাথায় কাঁদা নিয়ে খেলাধূলা কোনোটাতেই বাধা দেয়নি। আবার শৈশব থেকেই আমরা গল্পের ছলে রামায়ন মহাভারত ঠাকুরমার ঝুলি , সমাজ সংস্কারের গল্প সব শুনে এসেছি। শৈশবেই শিশুর মস্তিস্কে নৈতিকতা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হোত যেমন মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা, কাওকে আঘাত না দেওয়া ইত্যাদি। বয়স্কদের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের শিক্ষা আগে ছোট থেকেই দেওয়া হোত। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করার কথা বলা হোত, একশটি অসৎ এর চেয়ে দশ জন সৎ ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করা অনেক ভালো এই পরামর্শ দেওয়া হোত শৈশব থেকেই। পিতামাতা, শিক্ষকশিক্ষিকা গুরুজন। তাদের প্রতি সবসময় শ্রদ্ধা ভক্তির কথা বলা হোত।

তখন সব বাংলা মাধ্যম ছিলো। এত মিশনারি স্কুল ছিল না। আগে সংস্কৃতই ছিল প্রধান ভাষা। বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃতের টোল বসতো। গাছতলায় দিব্যি পড়াশোনা হোত। ব্রিটিশ আসার পরপরই ইংরেজি শিক্ষার এত রমরমা। চারদিকে ছড়িয়ে গেলো মিশনারি স্কুল। মিশনারি স্কুলের ইংরেজি শিক্ষা দরকার। ইংরেজি অবশ্যই শিখতে হবে বা জানতে হবে। কিন্তু নিজের মাতৃ ভাষাকে বিসর্জন দিয়ে কেন? সবাই সবার মাতৃ ভাষায় শিক্ষা গ্রহন করুক। কিন্তু শুধু ইংরেজি বা হিন্দি কেন?

আজকাল বাবা মায়েরা আদর করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যান আবার স্কুল থেকে নিয়ে আসেন। সবখানে বাস আর বাসের ছড়াছড়ি। পুরনো দিনে মাইলের পর মাইল হেঁটে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতো। তখন এত সুগার ছিলো অল্প বয়সে? তখন এত হৃদ রোগ ছিলো অল্প বয়সে?

একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃ ভাষা দিবসের আগে তাই আমার ভাবনা লিখে পাঠলাম। সবাই বিবেচনা করবেন। ইংরেজি আপনারা শেখান কিন্তু নিজের মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে নয়। আমাদের মাতৃ ভাষা বাংলা বেশ গর্বের ভাষা। এই বাংলা ভাষাতেই বিশ্ব কবি নোবেল পেয়েছেন। এই বাংলা থেকেই আমরা অনেক মনিষীকে পেয়েছি। কাজেই মাতৃ ভাষাকে অবহেলা করা মানে সর্বনাশ করা নিজেদের। যে বাবা মা কষ্ট করে ছেলেমেয়েকে ইংরেজি স্কুলে পড়াচ্ছেন সেই ছেলেমেয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে বা ভিন রাজ্যে চলে যাচ্ছে। ফলে বৃদ্ধ বাবা মা একা একা দিন কাটাচ্ছে এমন ছবি অনেক ধরা পড়ছে। এই কি ইংরেজি শিক্ষার নমুনা? বাংলা মাধ্যমে পড়া ছেলেমেয়েরা কিন্তু জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাবা মাকে ভুলে যাচ্ছে না। বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করবেন।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা
উত্তরের প্রয়াস সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।
পড়ুন এবং পড়ান। শিবমন্দির থেকে প্রকাশিত।

প্রকাশক ঃ সজল কুমার গুহ।
সম্পাদক ঃ অনিল সাহা

বাংলা ভাষার প্রতি ডাঃ মুকুন্দ মজুমদারের অবদান

ডঃ স্মৃতিকণা মজুমদার
(প্রাক্তন অধ্যাপিকা, অর্থনীতি--উচ্চ শিক্ষা পরিষেবা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা শহিদ দিবস হিসেবে সব বাঙালির কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ওই দিন বাংলা মাতৃভাষাকে ধর্ম ও রাষ্ট্রের উর্দ্ধে স্থান করে দিয়ে এবং প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় বলে হৃদয়ে ধারণ করে বাংলা মায়ের চার তরুন সন্তান--সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বার পুলিশের গুলিতে ঢাকা মহানগরীর রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে ' রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' চিরকালের জন্য লিখে রেখে নিঃশেষে প্রান উৎসর্গ করে শহিদ হয়েছিলেন।

এই একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও আমাদের কাছে পরিচিত। কিভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হয়ে উঠলো তার পিছনে এক লম্বা ঘটনাবহুল ইতিহাস আছে। ১৯৫২ সালে সংগঠিত বাংলা ভাষা আন্দোলন ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি এই আন্দোলন চূড়ান্ত রুপ ধারন করলেও এর বীজ বপিত হয়েছিল বহু আগে। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পাকিস্তানের দুটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভৌগলিক ও ভাষাগত দিক থেকে অনেক মৌলিক পার্থক্য ছিলো।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে উর্দুই হবে সমগ্র পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষী মানুষ এই অন্যায় সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি। এই আদেশ অমান্য করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক ছাত্র ও প্রগতিশীল কিছু রাজনৈতিক কর্মী মিলে মিছিল শুরু

বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী সম্মান দেওয়া হোক
সর্বত্র সাইনবোর্ডে ইংরেজি ও
হিন্দির সঙ্গে অবশ্যই যেন বাংলা ভাষার ব্যবহার হয়
সজল কুমার গুহ

শিবমন্দির
সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও
সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা
আশীষ ঘোষ
শিক্ষক
মাতৃভাষা দিবসের এই শুভ সময়ে বলবো, সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার করা হোক। প্রতিটি নাম ফলক, যানবাহনে যেন বাংলা থাকে তারজন্য আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি প্রতিটি নিয়োগের পরীক্ষায় বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা উচিত পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার ক্ষেত্রে। বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী করা হোক।
পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি।

করেন। মিছিলটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ গুলি চালায়।সেই পুলিশের গুলিতে ঢাকার রাজপথ রক্তে প্লাবিত করে শহিদ হন বঙ্গমাতার চার সন্তান সহ আরও অনেকে। এই ঘটনায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং গণ আন্দোলনের রুপ ধারন করে। এর ফলে পাকিস্তান সরকার নতি স্বীকার করে ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি প্রদান করে। ফলে ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের গর্ভে তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল ভবিষ্যতে ৭১ সালের সন্তান 'স্বাধীন বাংলা '। ২১শে ফেব্রুয়ারির এই আত্ম বলিদান মহিমান্বিত করেছে বাঙালি জাতিকে এবং নব চেতনায় উদ্দীপিত করেছে। শুধু বাঙালি নয়, বিশ্বের প্রতিটি জাতির মাতৃ ভাষার মর্যাদা, স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও মানুষের বাঁচার দাবির সংগ্রামের অজেয় অনুপ্রেরনা এনে দিয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি এবং আমাদের শিখিয়েছে আত্মত্যাগের মন্ত্র। এই মহান শহিদদের প্রতি আমাদের থাকছে অকৃত্রিম বিনম্র শ্রদ্ধা।

২০০০ সালে প্যারিসে ইউনেস্কোর এক সম্মেলনে ৫২ এর মহান আন্দোলন,মানুষের ভাষা ও কৃষ্টির প্রতি সন্মান জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে রাষ্ট্র সংঘ। ২০০১ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মাতৃ ভাষা দিবসে জাতি সংঘের মহাসচিব কফি আন্নান তাঁর বানীতে বলেছেন,'' আমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় হল, কোন ভাষা একে-অপরের পরিপূরক নয়। কারণ বিভিন্ন ভাষার মধ্য দিয়েই বিশ্বের মানুষ ও মানবাত্মার সম্প্রসারন ঘটেছে। নতুন শতাব্দিতে ভাষা ও মানুষ উভয়কেই সমান গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আশা করি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের এই মহান লক্ষ্য অর্জনে সবাই এগিয়ে আসবেন। '

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের ঢেউ, আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস ঘোষণার তাৎপর্য্য তামিল রাজ্য সহ অন্যান্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়লেও নিকটবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে সামান্যতম প্রভাব ফেলতে ও আবেগ সৃষ্টি করতে পারেনি। এই অভাবটাই ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার, সভাপতি--বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বাংলা ভাষা সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করে বাঙালি জাতিসত্বার বিকাশ ঘটতে দেয়নি পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক পরিবেশ। অথচ জাতিসত্ত্বার বিকাশই সকল সৃজনশীল প্রতিভা ও আত্মরক্ষার সর্বজনীন পন্থা।

কে এই ডাঃ মজুমদার? তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক। দীর্ঘদিন লন্ডনে ডাক্তারি করার পর পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আকর্ষন ও ভালোবাসা তাঁকে দেশে ফিরতে উৎসাহিত করে। তিনি এসে দেখেন বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূমি চারিদিক থেকে আক্রান্ত ও বিপন্ন। তাই তিনি ২০০১ সালে বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি নামক একটি সংগঠন তৈরি করে সক্রিয় আন্দোলনে পথে নামেন। মিটিং, মিছিল, মাইকিং এর মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও বাঙালির দুরবস্থার কথা প্রচার করে জন-সচেতনতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। তাঁর জয় বঙ্গ শ্লোগান আকাশ বাতাস মুখরিত করে দিতো এবং যার মাধ্যমে তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব বাঙালিকে এক করতে চেয়েছিলেন। লোকে তাঁকে নমস্কারের পরিবর্তে জয়বঙ্গ বলে অভিবাদন জানাত।

বাংলা ভাষাকে হিন্দির আক্রমন থেকে বাঁচাতে এবং হিন্দির আগ্রাসন প্রতিহত করতে বাংলা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। আজ পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে বাঙালি ছেলেমেয়েরাও বাংলা শিখতে চায় না। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বাংলা মাধ্যম স্কুল ছেড়ে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের দিকে ছুটছে। ফলে অধিকাংশ বাংলা মাধ্যম স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের রমরমা।

ডাঃ মজুমদার সকলের জন্য বাধ্যতামূলক বাংলা ভাষা শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় মানুষ যত বেশি কথা বলবে, লেখা দেখবে শুনবে ও পড়বে ততইতো বাংলা ভাষার প্রসার ঘটবে এবং বেঁচে থাকবে।

আজও ৯০ শতাংশ মানুষ জানে না যে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষা নেই। হিন্দিকে তারা ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলে। কিছু স্বার্থান্বেষী সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে হিন্দিকে রাজ ভাষা বা রাষ্ট্র ভাষা বলে প্রচার করে চলেছে।

রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে মেরুদন্ড সোজা করে কোন মিথ্যা

প্রচারকে বিশ্বাস না করে, কোন প্রলোভনে নতি স্বীকার না করে রুখে দাঁড়াতে হবে আজকের বাঙালিকে। ২১শে ফেব্রুয়ারির এটাই শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিকতা।

ডাঃ মজুমদার ২০০১ সাল থেকে শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল সংস্থা যেমন রেল, পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্ট ত্রিভাষা সূত্র মেনে হিন্দি, ইংরেজির সঙ্গে অবশ্যই বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হবে। সাথে সব সাইনবোর্ডে বাংলা লেখা থাকার জন্য আন্দোলন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যেসব ট্রেন চলে তার ৯০ শতাংশ যাত্রীই বাঙালি। অথচ তার সংরক্ষন তালিকায় বাংলা নাই। শুধু হিন্দি আর ইংরেজি। ‘ রেলে বাংলা ভাষা চাই ’ বলে তিনি আন্দোলন করেন।

বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য ডাক্তার মজুমদার বাংলা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আপ্রান চেষ্টা করেছেন। রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী সহ অনেকের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। কলকাতা শহরে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্থাপিত হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্বেও শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর মুখের কথায় হাওড়ায় হিন্দিভাষীদের জন্য হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ও শয়ে শয়ে হিন্দি কলেজ ও হিন্দি স্কুল স্থাপিত হচ্ছে। বাংলার শিক্ষিত সমাজ এ ব্যাপারে নীরব। এমনকি সংবাদপত্রগুলিও বাংলা ভাষার গুরুত্বের কথা প্রচার করে না। বাংলায় এমন একদিন আসবে বাংলা সংবাদপত্রের পাঠক থাকবে না। ডাক্তার মজুমদার চেয়েছেন ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা মাতৃ ভাষাকে সুরক্ষিত রাখতে , বাঙালি জাতিসত্বা ও জাতি গৌরব-বোধে বাঙালিকে উজ্জীবিত করতে। ‘ আমি বাঙালি, বাংলা আমার মাতৃভাষা-- এই আমার আত্ম-পরিচয়-- এই মন্ত্রে বাঙালিকে দীক্ষিত করতে।

ডাক্তার মজুমদার বাংলা ভাষা শহিদ দিবস পালন করতেন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক পর্ব হিসেবে নয়। সারা বছর সকল চিন্তা ও কর্মে শহিদ দিবসের ভাবনা যেন গ্রথিত হয়ে থাকে সব বাঙালির হৃদয়ে। এটা জোর দিয়ে বলা যায় ডাক্তার মজুমদারই ১৯শে মে শহিদ দিবস বাংলায় প্রথম পালন করতে শুরু করেন। এছাড়া ইসলামপুর দাড়িভিট হাইস্কুলের ঘটনাকে আর পাঁচ জনের মতো গুরুত্বহীন মনে করেননি। তিনি বাংলা ভাষা পড়ার দাবিতে যে দুটি কিশোর গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রান বিসর্জন দিয়ে শহিদ হয়েছিল তারা কেন ভাষা শহিদের মর্যাদা পাবে না? এব্যাপারেও তিনি আন্দোলন করেছেন। সেখানে গিয়েছেন, তাদের সমাধিস্থলে পুস্প স্তবক দিয়ে দাবি করেছেন এদের সমাধিস্থলে কেন শহিদ মিনার তৈরি করা হবে না? ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি দাড়িভিটের শহিদ দিবস পালন করতেন।

আমৃত্যু পর্যন্ত ডাক্তার মজুমদার বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি ও পশ্চিমবঙ্গ ভূমির অখন্ডতার জন্য সর্বস্ব দিয়ে নিঃস্বার্থ লড়াই করে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা বলা প্রয়োজন, তিনি হলেন শ্রীমতী আরতি দত্ত। তিনি ডাক্তার মজুমদারের কর্মময় জীবনের ছায়াসঙ্গী ও বিশ্বস্ত কর্মী ছিলেন। দুঃখের সঙ্গে আজ স্মরন করতে হচ্ছে তিনি গত ১৬ই ডিসেম্বর প্রয়াত হয়েছেন। তিনিও তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বাংলা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জয় বঙ্গ।

২৫তম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাক্কালে
ভাষা শহিদদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা
আমাদের শপথ হোক ঃ
১) নিজ মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কাজ করা,
২) বাংলা ভাষার প্রতি যেকোনো রকম অবহেলা অপমানের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা,
৩) ঘরে ঘরে বাংলা ভাষার চর্চা বাড়ানো,
৪) মাতৃভাষা দিবস (২১ফেব্রুয়ারি)
ভাষা শহিদ দিবস (১৯শে মে)
মানভূম দিবস (১লা নভেম্বর)
অবশ্য পালনীয় প্রতি ভাষাপ্রেমীরা।

সজল কুমার গুহ
সহ-সচিব আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি
মুখ্য কার্যালয়
নয়াদিল্লি ও সম্পাদক , শিলিগুড়ি শাখা।
(৯৪৩৪০৩২৯৬০/৯৬৭৯২১৩০১৫/ইমেইল
sjlguha@gmail.com)

মাতৃভাষার গুরুত্ব

কবিতা বণিক

(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

মাতৃভাষা যা মানুষকে সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করে। শিশু মায়ের কোলে থাকাকালীন মায়ের কাছ থেকে যে ভাষায় কথা বলা শেখে তাই মাতৃভাষা। যে কোন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা সবচেয়ে সহজ ও সুন্দর হয়। একজন শিশুর বিকাশে খুব সাহায্য করে তার মাতৃভাষা। পশু পাখীদেরও নিজস্ব ভাষা আছে। গাছেদেরও নীরব ভাষা আছে। যে কোন জীব জন্ম সূত্রেই তার মনের ভাব প্রকাশ করার যে ক্ষমতালাভ করে তাই মাতৃভাষা। ভৌগলিক পরিবর্তনের কারনে মানুষেরও ভাষাগত পরিবর্তন হয়। অন্যভাষাকে আয়ত্ব করে তাকে বুঝতে

একটু কষ্ট হয় ঠিকই কিন্তু মানুষের বুদ্ধি ও বয়স বাড়ার সাথে সাথে অন্য অনেক ভাষাকে শিখে নিতে পারে। ফলে জ্ঞানের পরিধিও বিস্তৃত হয়। একে অন্যের রুচি জানতে পারে। এতে আদান প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের জীবনযাত্রার অনেক ঘাটতি, পাওয়া না পাওয়া বেশ শুধরে নেওয়া যায় প্রয়োজনে,সময় বিশেষে। ফলে যে কোন মানুষের অন্য একজনের মাতৃ ভাষা শিখতে কোনো আপত্তি নেই। বরং নিজেকে, সমাজকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার এক উন্নত মানের সোপান। স্বতস্ফুর্তভাবে অন্যের ভাষাকে যখন শেখা হয় তখন তা উন্নতির পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। কিন্তু জোর করে অন্যের ভাষাকে শেখার জন্যে চাপিয়ে দিলে তাতে ক্ষতির সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। কারণ জীব মাত্রেরই নিজের ইচ্ছাকে মর্যাদা দেবার অধিকার আছে। মানুষ তার প্রয়োজনে অন্য ভাষা শিখতে আগ্রহী হয় কিন্তু বাধ্যতামূলক অন্য ভাষায় কথা বলা, লেখাপড়া করা মানবতা বোধের বিরোধী। অন্যের মাতৃ ভাষাকেও সন্মান করা প্রত্যেকের সমান কর্তব্য। তাই অমানবিক ভাবে, পাশবিকভাবে নয়, মানব সমাজের কলঙ্ক হিসেবে নয় আনন্দ সহকারে সব ভাষারই সম্মান রেখে চলা কর্তব্য। ভাষার অব্যবহারের ফলে কত ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে। আরও অনেক ভাষা লুপ্ত হবার পথে। একটা ভাষা হারিয়ে গেলে আমরা সেই ভাষার মানুষদের কাছে থেকে পেতে পারি এমন অনেক তথ্য হারিয়ে ফেলব। অনেক ওষুধ, চিকিৎসা,রান্না, সাহিত্য, ঘটনা ইত্যাদি চিরতরে হারিয়ে ফেলব। প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের কিছু শেখার আছে। তাই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর সংরক্ষন জরুরি। ভাষা তো কোন জিনিসের মাহাত্ম্য, তথ্যের বর্ণনা করে মাতৃভাষার দ্বারাই জানতে পারি সেসব তথ্যের মাহাত্ম্য। তাই ভাষা জননীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা আমাদের কর্তব্য।

আমার ভাষা ফুটপাথবাসীদের প্রতি ভালোবাসা

পূজা মোক্তার

(ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, আসরফ নগর, শিলিগুড়ি)

সকলকে ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। আমি ভাষা বিশারদ নই। সামান্য একজন মহিলা। সমাজসেবামূলক সংস্থা ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার। আমার ভাষা একটাই সেটা হলো অসহায় গরিব দুঃখীদের প্রতি ভালোবাসা। রাস্তার ধারে অনেক মানুষ আজকাল পড়ে থাকে। অনেক বয়স্ক মানুষকে পরিবার থেকে আজকাল ডাস্টবিনের মতো রাস্তায় ছেড়ে যাওয়া হচ্ছে।যে বাবা মা শৈশব থেকে কষ্ট ক্বরে ছেলেমেয়েকে বড় করে তুলেছে সেই বাবামা বৃদ্ধ হলে তাকে রাস্তায় রাতের অন্ধকারে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে গুনধর ছেলেমেয়ে। অনেক ঘটনা নজরে আসছে। আজকাল পুলিশ বিভিন্ন স্থানে এরকম বৃদ্ধবৃদ্ধাদের খবর পাচ্ছে। অনেকে মানসিকভাবে অসুস্থ। নিজের নামটিও ঠিকভাবে বলতে পারছে না। তাদের খবর পুলিশ আমাকে জানায় ঠিকানা খুঁজে দেওয়ার জন্য। আমি ফেসবুকে লাইভ করে অনেক সময় তাদের ঠিকানা পাই। অনেক সময় পাই না। যখন তাদের ঠিকানা পাই না তখন মনে কষ্ট হয়। সেই সব অসহায় বৃদ্ধবৃদ্ধাদের আমি কোথায় রাখবো?

যাই হোক, রাস্তার ধারে যখন তারা পড়ে থাকে আমি এমনও হয়েছে নিজে হাতে তাদের মলমূত্র পরিস্কার করেছি। অনেক সময় কারও শরীরে পোকা হয়ে গিয়েছে। নিজে হাতে পোকা পরিস্কার করেছি। দুর্গন্ধে সেইসব মানুষের পাশ দিয়ে কেউ যাতায়াত করে না। তাদেরকে চুল কেটে স্নান করিয়ে পরিস্কার করেছি। এরজন্য আমার কোনো ঘৃনা হয় না। আমি পরম ভালোবাসায় একজন ফুটপাথে পড়ে থাকা মানুষকে সুন্দর করে তোলার চেষ্টা করি। তাদেরকে ঠিকানা খুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করি।আমার প্রশ্ন, এত যদি আমরা উন্নতি করে থাকি তবে কেন রাস্তার ধারে এভাবে বিশ্রী অবস্থায় মানুষ পড়ে থাকবে? কেন ছেলেমেয়েরা বাবা মা বৃদ্ধ হলে তাকে দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে ফেলে রাখছে? সেইসব ছেলেমেয়েওতো একদিন বৃদ্ধ হবে। তাদের কি হবে তখন? মানুষের প্রতি এই ভালোবাসা বা সেবা দেওয়াই আমার কাজ । তার সঙ্গে কারও বই না থাকলে আমি কিনে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি। এভাবে বিভিন্ন ভাবে অসহায় গরিব মানুষের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করি। এরজন্য কারও কাছ থেকে চাঁদা তুলি না। নিজের পকেট থেকেই সব টাকা খরচ করে থাকি। এসব সেবা থেকে কোনো রোজগার করতে চাই না। তবে কেউ যদি খুশি হয়ে আমার সংস্থাকে কিছু দিতে চান, দিতে পারেন। স্বেচ্ছায় মন থেকে দেবেন। আমি চাইবো না বা চাইছি না। এরজন্য গুগল পে বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

অনিল সাহা
(সম্পাদক,উত্তরের প্রয়াস, শিবমন্দির , শিলিগুড়ি)

ফেব্রুয়ারি মাস ভাষা মাস। পৃথিবীর যে কোনো ভাষাভাষী মানুষের কাছেই একটা গর্বের দিন। বিশেষ করে বাংলা ভাষী মানুষের মাথা উঁচু করে চলার দিন।

পৃথিবীর যে কোন মায়ের নিজস্ব ভাষাই মাতৃভাষা- যে ভাষাতে মা তার শিশুকে ডাকেন, যে ভাষা বুঝে শিশুটি সাড়া দেয়। যে ভাষাতে মা তার শিশুকে আদর যত্ন, স্নেহ, ভালোবাসা দেন সেই ভাষাই মাতৃভাষা। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সঠিক নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের লাখো লাখো মানুষের রক্তের বিনিময়ে প্রাণের বিনিময়ে বাংলা ভাষার জয় হল, বাংলা ভাষার জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র হলো বাংলাদেশ। হায়! মাতৃ মুক্তি সোপানতলে কত প্রাণ হলো বলিদান। ইউনেস্কো ঘোষণা করলো ১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি হবে--আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছেন, If You talk to a man--in his language that goes to his heart-- বাংলা ভাষাই বাংলার প্রাণ, বাংলার হৃদয়। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার জন্য আপামর বাঙালির একটাই স্লোগান ছিল, জান দিমু, তবে জবান দিমু না। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে পাক সেনাবাহিনীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল ছয় ছয়টি তরুন তাজা প্রাণ। রফিক উদ্দিন, আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, আবদুস সালাম। তাঁদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

২০০০ সাল থেকে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি বাংলা ভাষা শহিদ দিবস পালনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ভাষা শহিদদের উদ্দেশ্য করে আব্দুল গফফার চৌধুরীর বিখ্যাত সেই গান--' আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলতে পারি/ ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলতে পারি/ আমার সোনার দেশের

বাংলা আমার মাতৃভাষা

সজল কুমার গুহ
(সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি,
শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক)

ভাষা শহিদের ত্যাগের কথা ভুলেছে অনেকে অনায়াসে,
১৯৫২,৫৬ ও ৬১র স্মৃতি তবু
কারো চোখে ভাসে।
দিয়ে বলিদান বারবার, দেখালো বাংলা ওদের কতো আপন,
মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম মন্ত্র ছাড়া কিসের ভাষা-জীবন?
বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় বলিদানের ফলে,
পেয়েছে ঠাঁই শহিদরা ভাষা জননীর চরণ তলে।
ঢাকা, মানভূম ও শিলচরের পবিত্র মাটি,
শহিদের পুণ্য ত্যাগে আজো যেন খাঁটি।
যাই ছুটে চলো সেসব পুণ্যভূমিতে,
পাবো দিশা, মাতৃভাষাকে কেমনে হয় ভালোবাসিতে।
ভাষা আন্দোলনে কেবলই বাঙালির কেন বলিদান?
উত্তর পাই ঃ বাংলা ভাষা যে মিষ্টতম ও মহান।
'ধ্রুপদী' তকমা এখনো হয়নি যুক্ত বাংলার মুকুটে,
প্রাচীনত্বের নথি নিয়ে যাই চলো যথাস্থানে ছুটে।
পেলে, সৃষ্টি হবে বাংলা বিভাগে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে চেয়ার,
হবে গবেষণা, থাকবে এগিয়ে বাংলা, জুটবে কতো পুরস্কার।

রক্ত রাঙ্গানো ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলতে পারি।

বাংলা ভাষায় গীতাঞ্জলি লিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান স্বনামধন্য সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করে ফরাসি সরকারের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় বিশ্ব শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার অস্কার লাভ করেন। মাইকেল মধুসূধন দত্ত মাতৃ ভাষা রুপখানি পূর্ণ মণিজালে, বলে ইংরেজি ভাষার প্রতি উপেক্ষার বাণ ছুঁড়ে অবশেষে মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্য রচনা করেন। তিনি লিখেছেন, আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়/তাই ভাবি মনে? /জীবন প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়/ ফিরাব কেমনে?/ দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন/ তবুও আশার নেশা ছুটিল না? / এ কি দায়!

অতুল প্রসাদ সেন লিখলেন, মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছিলেন, বাঙালিকে এই কথা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে--শুধু ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীতে তার একটা স্থান আছে।শেখ মুজিবর রহমান সেটা প্রমান করে গেছেন। প্রমান করলেন বাঙ্গালী পারে না এমন কোন কাজ নেই। বাংলার মাটি-দুর্জয় , খাঁটি, বাংলা ভাষা দুর্জয়, আশা।

সাহিত্যিক শঙ্কর বলেছেন, চিরদিন ঠকার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসিনি-- এই সরল সত্যটুকু বাঙালির মগজে ঢুকলে তার ব্যালান্স শিট অন্যরুপ ধারণ করবে।

এখনো বাঙ্গালিকে বলতে হয়, বাঙ্গালি জাগো।

ভাষা শহিদদের স্মরনে কিছু কথা

সজল কুমার গুহ
(সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা)

" ভাষা-মায়ের জন্য দিল যারা বলিদান, ভাষা-জগতে হয়ে আছে তারা চির-মহান"। /" নিজ ভাষা তুচ্ছ জ্ঞানে অন্য ভাষা শেখা, এমন শিক্ষার চর্চাতে লাগবে না কি বোকা?"/" নিজ ভাষার শিক্ষায়, মস্তিস্কের হয় পূর্ণ প্রকাশ,অন ভাষায় করলে হয় না তার পূর্ণ বিকাশ।"/ " নিজ ভাষার অবহেলা মানে ভাষা শহিদের অপমান, ভাষার তরে সঁপেছিল যারা নিজ নিজ প্রাণ"/ " একুশের শহিদ আব্দুর, জব্বার, সালামরা,তাদের ত্যাগের কথা ভুলে যাই কেন আমরা? "/ " উনিশের কমলা ও ভাইরা দিল প্রাণ শিলচরে, কাঁদে না কেন প্রাণ মোদের ওদের তরে?"/" একুশের ত্যাগে সব ভাষা পেল আন্তর্জাতিক সম্মান,ভাষা শহিদ ঃ প্রণাম তোমাদের, তোমরা যে মহান।"/ "বাংলা ভাষা আজও পেল না 'ধ্রুপদী' সম্মান, ভাষা প্রেমী কবি লেখকের আছে কি প্রতিবাদ, অভিমান?/"বিশ্বের মিষ্টতম ভাষা, আমাদের প্রিয় বাংলা, তবু অন্য ভাষা শিখতে-বলতে হই অনেকে হ্যাংলা"/" শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন-গণ-মন', বাঙালিদের কাছেই বাংলার অপমান এত কেন? "/

আমাদের মাতৃভাষা
যে ভাষায় ফুটেছিল আমার প্রথম বুলি
সে ভাষা বাংলাকে মাথায় নিয়ে আজো চলি।
যে ভাষায় লেখা ঠাকুমার ঝুলি, বর্ণ পরিচয়,সঞ্চিতা,গীতাঞ্জলি
তা পড়ে পাই যে কি আনন্দ তা কেমনে বলি?
যে ভাষা সাহিত্যে রয়েছে কবিগুরুর নোবেলের পরশ,
সে ভাষায় শিক্ষা মনে জাগায় হরষ।
যে ভাষার গায়ে বিশ্বের মিষ্টতমের তকমা,
সে ভাষাই মোদের প্রিয় বাংলা ভাষা-মা।
যে ভাষায় রচিত জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন ঃ বিশ্বে শ্রেষ্ঠ,
সে ভাষা পড়তে জানতে কে না হবে আকৃষ্ট?
যে ভাষায় আছে লেগে ভাষা শহিদের রক্ত।
সে ভাষায় গর্বিত আমি এক ভক্ত
কিন্তু যে ভাষা প্রাচীন সমৃদ্ধ ও ধারাবাহিকতা বহমান,
সে ভাষা পায় নি কেন আজও ধ্রুপদী সন্মান?
কারণ এ সন্মান লাভে চাই প্রাচীনত্ব, লিপি, পুস্তক , ঐতিহাসিক নিদর্শন,
দলিল তার হয়নি তৈরি দিয়ে বিস্তৃত বিবরণ।
ধ্রুপদী সন্মান আদায় আমাদের হোক স্বপ্ন,
পেলে, বাংলা ভাষার পালকে জুটবে এক মহারত্ন।
যে ভাষায় কথা বলে বিশ্বের তেত্রিশ কোটি,
সে ভাষা বাংলা, টান হোক তাতে সবার ভীষণ খাঁটি।
শেষে ভাষা জননীর চরনে তলে জানাই প্রণতি,
বাংলা ভাষার প্রসার, চর্চা হোক প্রতি ঘরে এই মোর মিনতি।

১৯৫২ এর পর ১৯৬১ সাল। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে শিলচর বরাকের রক্ত রাঙা ইতিহাস আমরা কোন দিন ভুলব না। এগার জন শহিদ হয়েছিলেন। পৃথিবীর একমাত্র মহিলা ভাষা শহিদ কুমারী কমলা ভট্টাচার্য। তিনি সবেমাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

১৯শে মে ভাষা তীর্থ শিলচরে বাংলা ভাষার জন্য যারা জীবন দিয়ে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছেন, তারা হলেন কমলা ভট্টাচার্য, তরণী দেবনাথ, কানাইলাল নিয়োগী, শচীন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুনীল সরকার, কুমুদ রঞ্জন দাস, সত্যেন্দ্র দেব, হীতেশ বিশ্বাস, চন্ডীচরন সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ এবং কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাস। এছাড়া ১৭ আগস্ট ১৯৭২ এ শহিদ হন বিজন চক্রবর্তী।

১২জুলাই ১৯৮৬ শহিদ হন দিব্যেন্দু দাস। ১৯৯৬ এ মনিপুরী ভাষার মর্যাদা রক্ষায় পাথর কান্দি শহিদ হন এক কিশোরী সুদেষ্ণা সিংহ।

ককবরক ভাষার সরকারি স্বীকৃতি দান ও সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন সহ চার দফা দাবিতে ত্রিপুরার জোলাইবাড়িতে আইন অমান্য করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ১৯৭৫ সালের ৩রা মার্চ। সবার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

আমরা বাঙালিরা ভুলে গেছি অক্ষরপিতা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। আরও বাংলার মনিষীদের যেমন রাজা রামমোহন রায়, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জগদীশ চন্দ্র বসু, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, বিপ্লবী সূর্য সেন, চারণ কবি মুকুন্দ দাস, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ। বাঙালিকে বাঁচতে হলে বাংলাকে বাঁচাতে হলে সকলকে সেই সব মনিষীদের দেখানো আদর্শ অনুসরন করতে হবে।

মাতৃভাষাকে অনেক বাঙালি অবহেলা করে, ছেলেমেয়েদের বাংলা ভাষা শেখায় না। আমার ছেলেমেয়েরা ইংরেজি পারে, ভালো হিন্দি পারে কিন্তু বাংলা বোঝে না। আদম আলীর কথা দিয়ে শেষ করি, তিনি বলেছেন ইংরেজি আমাগো খাইছে, দ্যাশটার বারোটা বাজছে।

ছড়া-সম্রাট ভবানী প্রসাদ

শুভজিৎ বোস
(নকশালবাড়ি)

ভালো লাগে আকাশ বাতাস আর লাগে ছড়া
ভবানী প্রসাদ ছড়া-সম্রাট আর দেবেন না ধরা।
কত কী যে লিখেছেন উনি খাতা বইয়ের পাতায়
ভালো লাগে শিয়রে সমন জব্বর এসেছে মাথায়।
তিনি আজও ছড়ার মুলুকে এক বিশাল নদী
ছড়ার দেশের মাইলস্টোন তিনি আজ অবধি।
আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না ? কি লজ্জা !
কবিতায় পরিয়ে দিলেন দারুণ ব্যঙ্গাত্মক সজ্জা।
ছড়া-অসুর যাবে শ্বশুরবাড়ি,স্বাধীনতার মানে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, আজও মনকে টানে।
সবই ঠিক থাকলো যখন ছাড়লেন ছড়ার দেশ
পৃথিবীটাকে বানিয়ে গেলেন মস্ত রঙিন শেষমেশ
আর দেখব না কবিতার দেশে ঘুরতে তাকে কখনও
ছড়ার দেশে রাত্রি হলেও সূর্য উঠবে তখনও।

ভাষা তৈরির ভাবনা

গোপা দাস
(সঙ্গীত শিল্পী, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

ভুমিষ্ঠ হওয়া শিশুটি শুধু কাঁদে।
কাঁদাই ওর ভাষা।
মা বাবার আশা ভরসা
জীবন সৃষ্টিতে প্রয়োজন নেই কোন শব্দার্থের
দৃশ্যত প্রাণ বাড়ায় বয়স,
কথা বলা শেখে মানুষের মতো
ভাষা সচল থাকে চলন্ত যন্ত্রের মতো
যদি সেই শিশু হয় বোবা,
মূল্যহীন ভাষা মূল্যহীন কথা বলা।
ভাষা তৈরির ভাবনায় শিশুর বেদনা
আসে না মুখে অ আ ক খ , কথা বলা,
আদরে ধমকে শেখা কিছু বর্ণমালা
ভাষা তৈরির কারখানায় শুনে শুনে মনে রাখা।
এভাবে হয় ভাষা শেখার বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

ভাষা দিবস নিয়ে এভাবে ভাবলেই ভালো হয়

আশীষ ঘোষ

(শিক্ষক, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

একুশে ফেব্রুয়ারী প্রতি বছরের মতো এবছরও পালিত হবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রুপে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা, অসমের বাংলা ভাষী অঞ্চল, বরাক উপত্যকা এবং বাংলাদেশে এই দিবসটি প্রতিবছরের মতো একইভাবে পালন করা হবে। এক জার্মান সমীক্ষায় বেশ কিছুদিন আগেই প্রকাশ হয়েছে, শতাব্দীর শেষে নাকি অনেক ভাষার মতো বাংলা ভাষাও ভারতে অনেকটা হারিয়ে যাবে। সেটা কতটা বাস্তব এখন থেকেই হয়ত কিছুটা বোঝা যায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হয়তো বাংলা ভাষা ক্ষয়িষ্ণু হওয়া ততটা সম্ভব নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রবাসী বাঙালিরা অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার ব্যবহার নিজেরা কমিয়ে আনছেন। এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতারও অভাব রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা সংবাদপত্র পড়া অনেকটা কমিয়ে এনেছে। অভিভাবকরাও তাদের সেভাবে উৎসাহিত করেন না। বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীর অভাবে নানা সমস্যায় ভুগছে। অনেকেই নিজেদের ছেলেমেয়েদের বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করাচ্ছেন না। অর্থাৎ নিজের পায়ে নিজেরাই ভালোমতো করে কুড়াল দিচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন যে ডালে বসছি সেই ডালই কাটা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির বেশ কিছু পরীক্ষায় বাংলা দেওয়া গেলেও আই এ এস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি এখনও বাংলায় দেওয়া যাচ্ছে না। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের অধীনস্থ কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেবেল (সি জি এল) এবং হায়ার সেকেন্ডারি লেবেলের পরীক্ষা এখনও বাংলায় দেওয়া যাচ্ছে না। অবিলম্বে সকল চাকরির পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাতে বাংলায় দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। বাংলা ভাষা এখনো ধ্রুপদী সন্মান পায়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের অবিলম্বে বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার সন্মান দেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানালেও অপর বাংলা ভাষী রাজ্য ত্রিপুরা সরকার এখনো সেরকম কোনো দাবি জানায় নি। সমস্ত নাম ফলকে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরাতে অবশ্যই বাংলাতে লেখা উচিত। সরকারি ও বেসরকারি যে কোনো স্তরই হোক না কেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন। রাশিয়া, চিন, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজ মাতৃ ভাষা ব্যবহার করা হয়। তাহলে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সেরকম হবে না কেন? এই বিষয়টি নিয়ে সকলেরই অন্তত কিছুটা হলেও ভাবা উচিত। শুধুমাত্র বাংলা ভাষার শহিদদের স্মরন করলেই হবে না, ভাষা শহিদদের স্মরনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলকেই বাংলা ভাষার জন্য কিছুটা হলেও কাজ করতে হবে।

বিয়ের মরশুমেও কেনাকাটার জন্য এখন মানুষের মন টানছে এই বুটিক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাড়িতে কারও বিয়ে আছে নাকি? কিংবা বিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন বুঝি! উপহার হিসাবে শাড়ি দেওয়ার কথা ভাবছেন বোধ হয়। চিন্তার কিছু নেই তো। একটু কষ্ট করে চলে আসুন না শিলিগুড়ি লেকটাউন শ্রী মা সরনির স্বর্নালি বুটিকে। ১০৮০ টাকা থেকে শুরু করে কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত নানারকম আপনার পছন্দের শাড়ি পেয়ে যাবেন এই বুটিকে। তার পাশাপাশি ৬৫০ টাকা থেকে শুরু করে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত নানারকম কুর্তি রয়েছে সেখানে। বিয়ের জন্য বলুন বা অন্য কোনো উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য বলুন, নিজেকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য আপনি নানারকম ডিজাইনের শাড়ির অর্ডার দিতে পারেন। বিভিন্ন উৎসব মরশুম থেকে শুরু করে বিয়ের বাজার কিন্তু মাতিয়ে তুলছে স্বর্ণালি বুটিক। সেখানকার প্রধান কর্ণধার লাভলি দেব মেলে ধরলেন নানারকম শাড়ি। আর এসব শাড়িতে কিন্তু স্বর্ণালি বুটিকের নিজস্বতা এবং সৃজনশীলতা ফুটে উঠেছে। ফলে প্রতিদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ স্বর্ণালি বুটিকের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। স্বর্ণালি বুটিকেরসঙ্গে স্বর্ণালি বিপনিও। বিয়ের উপহার, প্রনামি, কনের শাড়ি সব দেখে ক্রেতাদের মন সেসব কেনার জন্য পাগল হয়ে উঠছে। ফোনেও আপনি যোগাযোগ করে বুকিং করতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৭৯০৮৫৪৮৫৮৮। তাছাড়া অপর নম্বরটি হলো ৯৪৭৪৮৭৪৮৩০

মায়ের জীবনী

১৮৭৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্যারিস শহরে মা জন্মগ্রহন করেন। শ্রীমায়ের আসল নাম মিরা আলফাসা, জন্ম ফ্রান্সের প্যারিসে, পিতা ছিলেন সেখানকার একজন ধনী ব্যাঙ্ক মালিক। কিন্তু এঁরা আদিম ফরাসী নন । শোনা যায়, এঁদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন মিশর বা তৎসন্নিকটস্থ কোনো দেশ হতে।

মায়ের আগেকার জীবনের ইতিবৃত্ত কেউই বিশেষ কিছু জানে না এবং জানলেও তা বলতে চায় না। তার কারণ মা নিজে এটা পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, সে-সব কথা জেনে কিছু লাভ নেই। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের ক্লাসে এমনি গল্প করতে করতে অনেক সময় তাঁর শৈশবের ও আগেকার জীবনের কোনো কোনো ঘটনার কথা তিনি আপন খুশিতে বলে ফেলেছেন। সেই সব ক্লাসে বড়োরাওকেউ কেউ গিয়ে বসেছে। তাদের মধ্যে দুএকজন সেই সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রেখেছিল। এখানে তার থেকেই কয়েকটি উদ্ধৃত করে দেওয়া হচ্ছে,কারণ মায়ের নিজের মুখে বলা এই সব সত্যকাহিনী থেকে তাঁর পূর্ব জীবনের সম্বন্ধে কিছু কিছু আন্দাজ করা যাবে। বহু কাহিনীর ভিতর থেকে এগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে, তবে পর পর তারিখ অনুসারে এগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। মায়ের নিজের জবানীতেই এগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

১)" সাত বছর বয়সের আগে আমি লিখতে বা পড়তে শিখিনি। কেউ পারেনি আমাকে শেখাতে। অথচ চার বছর বয়স থেকেই আমার যোগ আরম্ভ। বেশ মনে আছে, আমার জন্য একটি ছোট্ট চেয়ার কেনা হয়েছিল, তাতে বসে আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। তখন আমার মাথার উপর একটা প্রচন্ড আলো এসে মস্তিস্কের মধ্যে যেন তোলপাড় করতে থাকত। এর কারণ অবশ্য কিছুই বুঝতে পারতাম না, তখন কোনো কিছু বোঝবার বয়সই নয়। কিন্তু ক্রমশ যেন বোধ হতে লাগল যে বিশেষ কোনো একটা বড়ো কাজ আমাকে দিয়ে করানো হবে যার সম্বন্ধে অন্য কেউ জানে না। ---তারপর সাত বছর বয়সে একদিন আমার দাদার সঙ্গে রাস্তা দিয়ে চলেছি, সুমুখে একটা মস্ত সাইনবোর্ড দেখে দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম--ওতে কি লেখা রয়েছে? দাদা আশ্চর্য হয়ে বললেন, তুই কি দেখতে পাচ্ছিস না? তখন আমি বললাম, আমি যে পড়তে জানি না। এই কথা শুনে দাদা আমাকে খুব ঠাট্টা করতে লাগলেন। তৎক্ষনাৎ বাড়ি ফিরে আমি নিজেই একটা বই নিয়ে অক্ষর পরিচয় আরম্ভ করলাম। তারপর ইস্কুলে ভর্তি হলাম, আর তিন বছর পর থেকেই ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকলাম ও প্রতি বছর প্রাইজ পেতে লাগলাম।চৌদ্দ বছর বয়সে আমি এক ছবি আঁকার স্টুডিওতে গিয়ে ছবি আঁকতে শিখতাম। কিন্তু তখন একবারও আমার মুখে হাসি ফোটেনি, সর্বদাই গম্ভীর হয়ে থাকতাম আর খুব কম কথা বলতাম। আমাকে এমন ধীর স্থির দেখে নিরপেক্ষ ভেবে সব-কিছু বিবাদ মেটাবার ভার আমারই উপর পড়ত।"--

২) "আমার বোধ হয় তখন বারো বছর বয়স। প্যারিসের কাছাকাছি এক প্রকান্ড বনে (Fontainebleu) আমি প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। সেটি ওখানকার বিখ্যাত বন। দু হাজার বছরেরও পুরনো অনেক গাছ আছে সেখানে। যদিও তখন আমাকে ধ্যানের তাৎপর্য কী তা কেউ শেখায়নি, তবু ঐ সব গাছের তলায় বসলেই আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। তাদের সঙ্গে তখন যেন অন্তরের একটা গভীর সংযোগ বোধ করতে থাকতাম আর তাতে সত্যিকার একটা আনন্দ অনুভব করতাম। আমার চেতনা যেন সেই সব গাছের সঙ্গে তখন এক হয়ে যেত, আর আশ্চর্যের কথা এই যে গাছের পাখিগুলো আর কাঠবিড়ালীরা পর্যন্ত আমার সামনে এসে বসত, এমন কি তারা আমার গায়ের উপর দিয়ে ছোটাছুটি করে খেলা করে বেড়াত। তোমরাও চেষ্টা করলে এটা সহজেই অভ্যাস করে নিতে পারো। বাইরে যখন বেড়াতে যাও তখন যদি কোনো বড় গাছতলায় কিছুক্ষন শান্ত হয়ে বসে থাকো তার গুঁড়ির গায়ে ঠেসান দিয়ে, তাহলে ক্রমশ অনুভব করতে থাকবে তার চেতনাকে, তার প্রাণের স্পন্দনকে। তখন বুঝতে শিখবে যে মানুষের সঙ্গে ওদেরও হৃদ্যতা কত গভীর হতে পারে, ঠিক যেন একজন বন্ধুর মতো। বস্তুতঃ এমন কোনো কোনো গাছ আছে যারা মানুষের বন্ধু হতে চায়। স্নেহের ভাব তাদের মধ্যে প্রচুর, আশ্রয় দেবার মতো উদারতা মানুষের চেয়েও তাদের বোধ হয় বেশি রকম। ওদের প্রতি সহানুভুতি করতে শিখলেই এ-সব জিনিস প্রত্যক্ষ জানতে পারা যায়। একবার একটা মস্ত গাছকে কেটে ফেলবার কথা হয়েছিল, আমি তার নিচে গিয়ে দাঁড়াতেই স্পষ্ট জানতে পারলাম, এ-কথা সে বুঝতে পেরেছে, কাটা রদ করবার জন্যে সে আমাকে স্পষ্ট অনুরোধ জানাচ্ছে। "

৩) ''এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমি গিয়েছিলাম উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া প্রদেশের অর্ন্তগত ক্লেমসেল নামক শহরে।উত্তরে তার আলজিরিয়া, দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি, পশ্চিমে মরক্কো, পূর্বে টিউনিসিয়া। গ্রীষ্মকালে সেখানে প্রচন্ড গরম, সে গরমের কথা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। আমি ওখানে গিয়েছিলাম সেখানকার তেওঁ নামক একজন মস্ত গুণীর কাছে গুহ্যবিদ্যা ৃঞ্জতত্ত্বতন্ত্রদ্ধৃশিক্ষা করতে, তিনি কোন জাতের লোক তা জানা নেই, সম্ভবত পোল দেশীয় ইহুদী। সেখানে প্রত্যহ দুপুরে সেই প্রচন্ড গরমে আমি প্রকান্ড এক ওলিভ গাছের তলায় গিয়ে ধ্যানে বসতাম। এতে আমি সেখানকার সেই প্রচন্ড উত্তাপ অনায়াসে সহ্য করতে পারতাম। একদিন এইভাবে দুপুরে গিয়ে যথারীতি ধ্যানে বসেছি। গভীর ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন আমার কেমন একটা অস্বস্তিবোধ হতে লাগল।তখন চোখ খুলে দেখি, ঠিক আমার সামনে প্রায় তিন-চার হাত দূরে মস্ত এক গোখরো সাপ, সে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে এক একবার আমার দিকে হেলে আসছে আর হিস হিস করে একটা শব্দ করছে। ওখানে এই সব গোখরো সাপকে বলে নাগা, এদের বিষ অতি সাংঘাতিক। প্রথমে বুঝতে পারিনি যে আমার উপর তার কিসের এত আক্রোশ। হঠাৎ খেয়াল হলো যে আমি তার গর্তের মুখটা বন্ধ করে বসে আছি, তাই।গাছের যেখানটায় আমি ঠেসান দিয়ে আছি, তার নিচেই একটা গর্ত আছে। কিন্তু এখন কি উপায়? আমি যদি এখন একটুও নড়ি তাহলেও ও আমাকে ছোবল দেবে। কিন্তু ভয়ে তখন আমি ঘাবড়ে গেলাম না, কিংবা একটুও চঞ্চল হলাম না। হঠাৎ আমার মাথায় এই বুদ্ধি এল যে ওর চোখের উপর চোখ রেখে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকতে হবে, ওকে বশীভূত করে ফেলতে হবে। আমি তাই করলাম। কিছুক্ষন পরে সাপের হাবভাবটা যেন বদলে আসছে বলে মনে হল, তার হিস হিস করা থেমে গেল। তখন খুব ধীরে ধীরে একটা পা আমার গুটিয়ে নিলাম, অথচ চোখের উপর চোখ সমানেই রেখে দিয়েছি। তারপর তেমনিভাবে আরো একটি পা গুটিয়ে নিলাম এবং আরো তীব্রভাবে আমার শক্তি প্রয়োগ করতে থাকলাম। ততক্ষনে সেই বিষধর একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে, সে হঠাৎ ফণা নামিয়ে সেখান থেকে সরে তাড়াতাড়ি পাশের পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন তেওঁ-কে এই ঘটনার কথা বলায় তিনি বললেন,ও সাপটা ওখানে থাকে, আমরা সবাই জানি। স্নান করে এসে ও ঘরে ঢুকতে চাইছিল, তুমি ওর রাস্তা আগলে বসেছিলে তাই অমন চটে উঠেছিল। ওকে যদি একটু করে দুধ খাওয়াতে পারো তাহলে তোমার সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে যাবে। এই ঘটনাটির পর থেকে কিন্তু আমার সাপের ভয় একেবারে ঘুচে গেল।এর আগে সাপ দেখলেই আমার দেহটা যেন কুঁকড়ে যেত, দেহের মধ্যে ওদের সম্বন্ধে কি একটি বিরুদ্ধ ভার ছিল কিছুতেই তা দমন করতে পারতাম না। কিন্তু সেদিন থেকে ঐরোগ আমার একেবারে সেরে গেল।''

৪) ''আলজিরিয়ার ক্লেমসেল শহরে মঁসিয়ে তেওঁর যে বাড়িতে আমি থাকতাম, সেখানে একটি পিয়ানো ছিল। এ-কথা শুনে ফ্রান্স থেকে আসবার সময় আমার গানের স্বরলিপি বইগুলি আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম। ওখানে থাকতে পিয়ানোতে সেই গানগুলি আমি প্রায়ই বাজাতাম। একদিন বহুক্ষন ধরে পুরো একটি সিমফনি বাজিয়ে যেমনি আমি থেমেছি, অমনি কানে একটা শব্দ এলো, 'কোয়াক', 'কোয়াক' । এ কিসের শব্দ !চারিদিক খুঁজতে খুঁজতে দেখি দরজার সামনেই এসে দাড়িয়েছে এক নবাগত অতিথি, মস্ত এক কোলা ব্যাঙ। তার বড় বড় চোখ দুটি আগ্রহে বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে। সে আমার দিকে চেয়ে বলল,'কোয়াক'। তখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তার ঐ ভাষার অর্থ, সে বলছে 'আবার বাজাও'। আমি তখন আবার খানিকটা পিয়ানো বাজালাম। সেইখানে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল। এর পরেও অনেক দিন দেখেছি, যখনই আমি বাজাতাম তখনই সে কোথা থেকে এসে হাজির হতো। অমনি ড্যাবডেবে চোখ চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে যেন মুগ্ধ হয়ে বাজনা শুনতো।আর বাজনার শব্দ যেই যেই থেমে যেত তেমনি তার গলা থেকে আপত্তিজ্ঞাপক শব্দ হতো, 'কোয়াক'।

৫)''দ্বিতীয়বারে ক্লেমসেল থেকে ফেরবার সময় তেওঁ আমার সঙ্গে এসেছিলেন ইউরোপ বেড়িয়ে যেতে। জাহাজ সমুদ্রপথে আসতে আসতে কিছুদূর পরেই প্রবল ঝড় উঠলো। সমুদ্রের ঢেউগুলি উত্তাল নৃত্য শুরু করে দিল, জাহাজটা এপাশে ওপাশে কাত হয়ে অনবরত টলমল করতে লাগল। ভয়ে ভাবনায় যাত্রীদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কেউ কেউ কান্না-কাটি শুরু করে দিলে। ক্যাপটেন পর্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলেন,স্পষ্টই বললেন--'কী দুর্ভোগেই পড়া গেল। যাত্রীরা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। ' তেওঁ আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন,'তাহলে থামাও গিয়ে।' ক্যাপটেন এ-কথা শুনে আশ্চর্য হলেন, বিশেষ কিছুই বুঝলেন না। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম। তখন আমি আমার কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর নিজের দেহ ছেড়ে মুক্ত সমুদ্রের উপর বিচরন করতে লাগলাম। তখন দেখি অসংখ্য অশরীরী আত্মা সেই সমুদ্রতরঙ্গে

পাগলামি করে বেড়াচ্ছে। তারাই দুষ্টামি করে জাহাজটাকে ধরে দোলা দিচ্ছে, এই দুস্প্রবৃত্তির দ্বারা তারা যেন খুব আমোদ পাচ্ছে। আমি নম্র ভাবে খুব মিস্টি করে তাদের বুঝিয়ে বললাম, এই সব ভয়-কাতর নিরীহ প্রাণীদের কষ্ট দিয়ে তোমাদের লাভটা কি হচ্ছে। ও সব ছেড়ে দাও, এদের নিষ্কৃতি দাও। আধ ঘন্টা যাবৎ ঐকান্তিকভাবে তাদের বাপুবাছা করতে করতে শেষে তারা তুষ্ট হয়ে এই দুষ্কার্য থেকে নিবৃত্ত হলো, সমুদ্রের জলও তখন প্রশান্ত হয়ে গেল। আমি আবার আমার দেহে ফিরে গেলাম। তারপর বাইরে বেরিয়ে দেখি ঝড় থেমে গেছে, যাত্রীরা আনন্দে কোলাহল করছে।"

মা নিজে তাঁর পূর্ব জীবন সম্বন্ধে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে চান না। এ বিষয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করলে তিনি নীরব থাকেন। একবার ১৯২০ সালে মাকে কেউ প্রশ্ন করে, ''তিনি ভারতে এলেন কেন, আর শ্রীঅরবিন্দকেই বা জানলেন কেমন করে? " তিনি একটি পত্রে তার যা উত্তর দিয়েছিলেন তা 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।এখানে সেই পত্রখানি অনুবাদ করে দেওয়া হলো--

''তুমি জানতে চেয়েছিলে যে কখন কেমনভাবে এটা আমার প্রথম বোধ হলো যে জগতে আমি বিশেষ কোনো ভগবৎ-কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি,আর কেমন করে আমি শ্রীঅরবিন্দের সন্ধান পেলাম? এ প্রশ্নের যে উত্তর আমি দেব বলেছিলাম, তাই সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

''আমার আদিষ্ট কর্ম সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান যে আমার কখন হয়েছে, এ-কথা আমার নিজেরই পক্ষে বলা কঠিন। আমার মনে হয় যে এই চেতনাকে নিয়েই আমি জন্মেছিলাম, পরে মন ও মস্তিস্কের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই চেতনা ক্রমশ পরিস্ফুট ও পূর্ণতর হয়ে উঠল।

''এগারো থেকে তের বছরের বয়সের মধ্যে উপর্যুপরি আমার মধ্যে এমন সব আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসতে লাগল যাতে আমি কেবল যে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানলাম যে ভগবানের সঙ্গে মানুষের মিলন হওয়াও নিশ্চয়ই সম্ভব, মানুষের চেতনাতে ও কর্মে তাঁর অভিব্যক্তির পূর্ণ উপলব্ধি মেলাও সম্ভব, আর দিব্যজীবন লাভের দ্বারা জগতে তাঁকে অভিব্যক্ত করতে পারাও সম্ভব। এই অনুভূতি ও বোধ এবং কি ভাবে জগতে একে সার্থক ও কার্যকরী করে তোলা যায় তারই শিক্ষা আমি পাচ্ছিলাম আমার ঘুমের অবস্থায় নানারকম গুরুর কাছ থেকে, তাদের কাউকে কাউকে আমি এই স্থূল জগতেও পরে দেখতে পেয়েছি। তারপরে যখন আমার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উন্নতি খানিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে তখন এদেরই মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা স্পষ্টতর ও প্রগাঢ় হয়ে উঠল, তখন ভারতের দর্শনতত্ব ও ধর্মশাস্ত্রগুলির সম্বন্ধে আমি খুব কম কথাই জানতাম, তবু তখন থেকে আমি তাঁকে নিজেই 'কৃষ্ণ' বলে ডাকতে শুরু করলাম। আমি মনে মনে জানতে পারলাম যে পৃথিবীতে তাঁর সঙ্গে একদিন আমার সাক্ষাৎ হবেই , এবং তাঁরই সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাকে আমার আদিষ্ট দিব্য কর্ম সাধন করতে হবে। ভারতবর্ষকেই আমি আমার মাতৃভূমি বলে বরাবর ভালোবেসে এসেছি --১৯১৪ সালে আমার এ দেশে এসে উপস্থিত হবার প্রথম সৌভাগ্য ঘটে।

''শ্রীঅরবিন্দকে দেখামাত্রই আমি চিনতে পারলাম, ইনিই আমার সেই আগেকার পরিচিত বিশেষ ব্যক্তি যাঁকে আমি কৃষ্ণ বলে ডেকেছি। --এই যথেষ্ট , এতেই তুমি বুঝতে পারবে, কোথা থেকে আমার এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে এখানে এই ভারতে ওঁর পাশেই আমার স্থান, আর ওর সঙ্গে মিলিত হয়েই আমার যা কিছু কাজ।"

শ্রীঅরবিন্দকে কেউ একজন প্রশ্ন করেছিল--''অনেকে বলে যে মা আগে ছিলেন আমাদেরই মতো মানুষ, তারপরে তিনি ক্রমশ জগন্মাতার স্বরুপ হয়ে উঠলেন, একথা কি ঠিক?"তাতে শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে তা নয়, তিনি গোড়া থেকেই তাই। তিনি বললেন,''ভগবান যখন মানুষরুপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি মানুষের বাহ্য প্রকৃতি নিয়ে এখানে থেকে তাদের দেখিয়ে দেন যে কেমন করে সাধারণ মানুষ হয়েও এ-পথে চলা যায়, কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর 'ভগবত্তাকে ছেড়ে আসেন না।এ ক্ষেত্রে তাঁর ভিতরকার দিব্যচেতনারই ক্রমিক অভিব্যক্তি ঘটতে থাকে, সেটা গোড়ায় মানুষ থেকে পরে ভগবানে রুপান্তরিত হওয়া নয়। মা তাঁর শৈশবকাল থেকেই ভিতরে ভিতরে ছিলেন মানুষের উপরে। সুতরাং অনেকে যা বলে সে কথা ভুল।"(লিখেছেন পশুপতি ভট্টাচার্য)

বাংলা ভাষা

অনিল সাহা
(সম্পাদক, উত্তরের প্রয়াস, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

বাংলা ভাষা সুমধুর ভাষা
রবি নজরুল জীবনানন্দের
মায়ের ভাষা , প্রাণের ভাষা
কতই না আনন্দের।
বাংলা ভাষা, বুকের ভাষা
মেটায় মোদের সবার আশা
তাই তো মোদের ভালবাসা
একুশ তুমি হৃদয়ে
একুশ তুমি কলিজায়
একুশ তুমি অমর কবিতায়
একুশ তুমি চোখের মণি
একুশ তুমি সোনার খনি
একুশ মানে বরকত, জব্বার
একুশ মানে বিশ্বের সবার
অমর একুশে প্রাণের টান
একুশ তুমি চির স্মরণীয়
একুশ তুমি তাই বরণীয়।

শহিদ

নিখিল সরকার
(শিবমন্দির)

একুশ আসে ঘুরে ঘুরে
মাতৃভাষাকে ভালোবেসে
সালাম বরকত রফিক জব্বার
আসবে না তারা ফিরে
ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে
রক্ত ঝড়ছে রাজপথে
স্মৃতিতে রয়েছে তারা
থাকবে হৃদয় জুড়ে
তোরা পদধূলি দিয়ে যা
অপেক্ষারত অজস্র মানুষ
রক্ত তোদের যায়নি বৃথা
আয়রে দেখে যা।

ভাষার প্রতি প্রেম দিবস কেন নয় ?

সজল কুমার গুহ
(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি--সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি)

ভ্যালেন্টাইন দিবস প্রেম দিবস হলে সেই প্রেম ভাষার প্রতি নয় কেন? যে ভালোবাসায় ত্যাগ তিতিক্ষা থাকে সেই ভালোবাসাইতো খাঁটি। কিন্তু যে ভালোবাসায় কামনা বাসনা ইত্যাদি থাকে তা সত্যিকারের ভালোবাসা নয়, তা হলো সাময়িক, লোক দেখানো, স্বার্থের সামান্য টান পড়লেই দফারফা। ঈশ্বর প্রেম, দেশ প্রেম, ভাষা প্রেম ইত্যাদি হচ্ছে স্বর্গীয় ।এতে কোনো ভেজাল নেই, নিখাদ। এই ফেব্রুয়ারি মাসেই ভাষাকে ভালোবেসে ঢাকায় আটজন শহিদ হয়েছিল , একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। তাই ফেব্রুয়ারি এই পবিত্র মাস,পুণ্য মাস, ভাষা মাস ছাপিয়ে যাক সবকিছুকে। যেমন দেশকে ভালোবেসে বাংলার শত শত দামাল ছেলে জীবন দিয়েছিল যার ফর আমরা ভোগ করছি এই দেশে। আবার ভাষাকে ভালোবেসে ১৯৬১র ১৯শে মে এগারো জন শহিদ হয়েছিলেন অসমের শিলচরে। এমন পবিত্র ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই।কারণ এমন ভালোবাসা হাজার হাজার মানুষের বাঁচা বাড়ার খোরাক জোগায়। তাই ভ্যালেনটাইনস ডে-তে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা একটু হলেও ভাবুক পবিত্র ফেব্রুয়ারি মাসে জীবন দেওয়া ভাষা শহিদদের কথা, দায়বদ্ধ হোক দেশ প্রেমে, ভাষা প্রেমে। সম্ভব হলে একুশে ফেব্রুয়ারি যে কোনো ভাষা শহিদ স্মৃতিসৌধে গিয়ে অন্তত একটা ফুল তুলে দিক যাদের বলিদানে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এর তকমা পেয়েছে। মনে রাখতে হবে পৃথিবীর মিষ্টতম ভাষা হচ্ছে বাংলা। জয় হোক সব ভাষার।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ধনঞ্জয় পাল
(দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

যে কোনো ভাষাভাষীর কাছে তার মাতৃভাষা অত্যন্ত প্রিয় ভাষা। নিজের মাতৃভাষা রক্ষার জন্য যুগে যুগে বহু মানুষ আন্দোলন করেছেন--এমনকি প্রাণ বলিদানও দিয়েছেন। মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষার জন্য একটি দেশ গঠন হয়েছিল--যার নাম বাংলাদেশ।

১৯৯৯ সালে জাতি সংঘের প্যারিস অধিবেশনে ১৮৮টি দেশের সমর্থনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলি ২০০০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে আসছে। এই দিনটি বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের মর্মান্তিক ও গৌরবজ্জল স্মৃতি বিজড়িত একটি দিন হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন করে। আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি বর্ষনে অনেক ছাত্র শহিদ হন যাদের মধ্যে রফিক, জাব্বার, সালাম, বরকত ও সফিউর উল্লেখযোগ্য। এই কারনে এই দিনটি শহিদ দিবস হিসেবেও চিহ্নিত হয়ে আছে। মাতৃভাষার প্রতি মানুষের এই অমোঘ টান থেকেই ভাষা রক্ষার জন্য বহু মানুষ আজও নীরবে সংগ্রাম করে চলেছেন।যদিও যুগ যুগ ধরে সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ভাষারও বিবর্তন ঘটে চলেছে--এমনকি চৌদ্দ দিনে গড়ে একটি ভাষা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা বিশ্বায়নের ফলে নীরবে বা প্রতিযোগিতামূলকভাবে ইংরেজি ভাষার প্রতি আত্ম সমর্পন করেই চলেছি। এর সাথে হিন্দি ভাষাও ঢুকে পড়েছে বাঙালির ঘরে ঘরে। আজকাল পশ্চিমবঙ্গবাসীরা হিংলা মানে হিন্দি ইংলিশ ও বাংলার মিশ্র ভাষায় কথা বলে নিজেদের গর্বিত বোধ করি।

এতো কিছুর পরেও একটা আনন্দের খবর এই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে চারখন্ডের গবেষণাপত্র পাঠিয়েছে। বাংলা পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টতম ভাষা। আসুন আমরা নিজেদের মধ্যে শুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা বলবার ও লিখবার চেষ্টা করি-- যেন এই পৃথিবী যতোদিন থাকবে ততোদিন এই মিষ্টতম বাংলা ভাষাকে মানুষকে মুগ্ধ করে রাখে।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা ঃ
ফোন ঃ ৯৪৩৪৪৬১৯৫৪

অনিল চন্দ্র রায়
অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী
প্রধান নগর, শিলিগুড়ি

ফেব্রুয়ারি মাস ভাষা মাস

সজল কুমার গুহ
(শিবমন্দির, সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি)

শুরুতে মহান ভাষা শহিদদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। আমরা জানি একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে গত ২০০০ সাল থেকে। তাই এবার ২৫তম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি মহাসমারোহে উদযাপন করবে নিজ নিজ ভাষা নিয়ে। তবে মূল অনুষ্ঠানটি হবে বাংলাদেশের ঢাকাতে। যেখানে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আটজন শহিদ হয়েছিলেন বাংলা ভাষার সন্মান রক্ষায়, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে। কবি গুরুর কথায়, ‘ মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম’ সব ভাষাভাষীদের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত। আবার এটা প্রমানিত যে নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহন করলে তাই সম্পূর্ন হয় কিন্তু অন্য ভাষায় করতে তা অর্ধেক হয়। জাতীয় মস্তিস্ক অনুসন্ধান সমিতির অভিমত এটা। অন্য ভাষা শিখলে আপত্তি নেই কিন্তু কখনোই তা নিজ মাতৃভাষাকে অবহেলা করে নয়। বাস্তবে আমরা দেখি অন্য রুপ, বিশেষ করে এই পশ্চিমবঙ্গে বেশিরভাগ বাঙালি ছেলেমেয়েরা ইংরেজিও কিছুটা হলেও হিন্দিতে আগ্রহী। বাড়িতে বাংলা ভাষার চর্চা হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। অভিভাবকদের ভূমিকা এই বিষয়ে নিন্দনীয়। কারণ তারা সেই দিকটা অবহেলা করে ভীষনভাবে।

যাক আনন্দের বিষয় হচ্ছে বাংলা ভাষার ধ্রুপদী সন্মানের দাবি নিয়ে দেরিতে হলেও গতমাসে বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব, ঐতিহাসিক নিদর্শন, লিপি, পুস্তক ইত্যাদির বিবরন সমৃদ্ধ দলিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের প্রেরণ করা হয়েছে এবং গত ৫ই ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গের একজন সাংসদ বাংলা ভাষায় ধ্রুপদী সন্মানের দাবি জানিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এমন উদ্যোগের জন্য।

পবিত্র এই ভাষা মাসে এটা একটা বড় মাইল ফলক এবং আমরা বিশ্বাস করি আগামী দিনে বাংলা ভাষার মুকুটে ধ্রুপদী সন্মানের পালক যুক্ত হবে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি গত আট বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ রেখে চলছে এবং এসবের ফসল ইংরেজী চার খন্ডের তথ্য সমৃদ্ধ দলিল যা এই সন্মানের দাবির সমর্থনে। ২০০৪ থেকে ২০১৪ এই দশ বছরে ভারতের ছয়টি ভাষা তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম, সংস্কৃত ও উড়িয়া ভাষা এই সন্মান পেয়ে গেছে নিজ নিজ ভাষার তথ্য সমৃদ্ধ দলিল ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরে দিয়ে।

জেনে ভালো লাগবে যে ধ্রুপদী সন্মান পাওয়া ভাষার ওপর একটি করে চেয়ার সৃষ্টি হবে ভারতের ২৮টি কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ে এবং সেখানে হবে গবেষণা, থাকবে পুরস্কার যার ফলে সেই ভাষা অন্যান্য ভাষা থেকে এগিয়ে থাকবে।

রাষ্ট্র সংঘের একটি তথ্য জেনে অবাক হবেন যে এই শতাব্দী শেষে ভারতের ১৯৭টি ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিষয়টি ভীষন চিন্তার, তাই আসুন, আমরা নিজ নিজ মাতৃভাষা চর্চা অবশ্যই কবি এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিই। সবশেষে বলি, জয় হোক মাতৃ ভাষা বাংলার, জয়হোক সব ভাষার, জয় হোক মানবতার।

বর্তমান প্রজন্ম মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন

অনিল চন্দ্র রায়
(অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি)

একুশে ফেব্রুয়ারি মানে ভেসে ওঠে একদল নির্ভীক দামাল তরুনের ঢাকার রাজপথে তৎকালীন পাকিস্থানের বর্বর খান সেনাদের বিরুদ্ধে মাতৃভাষা বাংলার কন্ঠরোধ করার বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে প্রতিবাদ যা কালে কালে রুপ নেয় তীব্র ভাষা আন্দোলনের। এরপর ভাষা আন্দোলনের উত্তরন হয় জাতীয় আন্দোলনে এবং তা রুপান্তরিত হয় বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের মধ্য দিয়ে।

২১শে ফেব্রুয়ারির সঙ্গে খুবই সাদৃশ্য খুঁজে পাই মে দিবসের বিপ্লবের সঙ্গে। দুটি আন্দোলনেরই চূড়ান্ত সাফল্য শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। মে দিবস শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার এবং একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার অধিকারকে রাষ্ট্র সংঘ আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয়।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে ওপার বাংলা মানে বর্তমানের বাংলাদেশের জনগণ ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে দায়বদ্ধতা , ধারাবাহিকতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা দেখিয়েছে সে তুলনায় এপার বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অসমের কাছাড় জেলায় ১৯৬১ সালে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রাখতে গিয়ে এগারজন শহিদ হওয়া এবং পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চলের জনগণের মানভুম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অর্ন্তভূক্তি হওয়া ছাড়াও অন্যত্র এর প্রতিফলন এমন পরিলক্ষিত হয়নি।

বর্তমান প্রজন্ম মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন। তারা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করতে বেশি আগ্রহী। বাংলা ভাষা তাদের কাছে দুয়োরানী। অবশ্য এক্ষেত্রে এখনকার অভিভাবকরা অনেকাংশে দায়ী। তাঁরা তাদের সন্তানদের প্রাথমিকস্তর থেকেই অর্থকরী অর্থাৎ বেশি অর্থ রোজগার করা যায় এমন শিক্ষা মাধ্যমকেই বেছে নিচ্ছেন, প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে সুনাগরিক হওয়াকে নয়। ফলে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা শৈশব কাল থেকেই মাতৃভাষার প্রতি কোন টান অনুভব করে না। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা না বললেই নয়। গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমরা শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট অটো স্ট্যান্ডে বাংলা ভাষা ও বাংলা বাঁচাও কমিটির ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উদযাপন করছিলাম। সেই সময় বিধান রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন বাংলাদেশের দুই পর্যটক। তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে এসে অংশগ্রহন করলেন ও ভাষা আন্দোলনের ওপর ভাষন দিলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম তাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অগাধ ভালোবাসা এবং নাড়ির টান দেখে।

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা ঃ

দুলাল দত্ত
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুল।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় --১২)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যাঁয়'। মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন-- যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। যিসদিন ইয়হ জল নহী রহেগী,উসদিন ইয়হ গঙ্গা কি নহি রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়।

ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম যে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গা।' কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।--মুসাফীর)

দেখতে দেখতে মঙ্গলামাসীর মাঠ ছোট হয়ে গেলো।

(গত সংখ্যার পর)

আমরা একে অপরের মধ্যে এমনভাবে মিশে গিয়েছিলাম বলা ভাল হারিয়ে গিয়েছিলাম যে টেরই পাইনি কখন মঙ্গলামাসি আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা নিঃশব্দে ওনাকে অনুসরন করলাম। আমাদেরকে ওনার ঠাকুর ঘরে নিয়ে গেলেন, ভোগের থালা থেকে দুটি মিস্টি তুলে নিয়ে আমাদের মুখে পুরে দিলেন। তারপর আমাদের দুজনকে ওনার বুকে টেনে নিয়ে খুব আদর করলেন, সবশেষে বললেন তোদের ভালবাসাটি প্রেম হয়ে গেছে যদি ধরে রাখতে পারিস আমার বিশ্বাস একদিন তোদের মিলন হবে। একে অপরের থেকে দূরে চলে গেলেও প্রকৃত ভালবাসা কেন দূরে চলে যাবে!

যা এবার তোরা বাড়ি যা। শান্ত থাকবি নিজেদের ভালবাসার ওপর আস্থা রাখবি। দুজনেই ফিরে এলাম। রোজ যেমন বুনিকে ওদের বাড়ির প্যাসেজ পর্যন্ত ছেড়ে আসি, আজও গেলাম। হঠাৎ করে বুনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমি কিছু বুঝবার আগেই ওর দুটো ঠোঁট দিয়ে আমার ঠোঁট দুটি চেপে ধরল। এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমার প্রথম, সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ খেলে গেলো। আমিও ওকে দুহাতে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে আমার ঠোঁট দুটি ওর ঠোঁটের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম। মনে হলো, আমরা দুজনে একে অপরের মধ্য হতে কিছু একটা শুষে নিচ্ছি। পরে জেনেছিলাম ওটা ছিল ভালবাসার অমৃত। এইভাবে কিছুক্ষন থাকার পর বুনিকে বোললাম এবার বাড়ি যা। বুনি বললো, কাল বিকেল বেলায় রওনা হব তুই কিন্তু আসবি। আমি কোনো উত্তর না দিয়ে দ্রুত ওখান থেকে চলে আসি। ওটাই ছিলো বুনির সাথে আমার শেষ দেখা। কৈশোরের ভালাবাসার অধ্যায়ের ইতি। তুইতো জানিস সুফী মানুষের জীবনের কৈশোরটা হচ্ছে ঊষাকাল। খুব সংবেদনশীল একেবারে নিস্পাপ। খুবই ইনোসেন্ট তারপর যদি কারুর জীবনে বুনির মতো কেউ থাকে তবে তার রাতের শেষে ঊষাকালের আরম্ভ হতে অনেকটা দেরি হয়। যদিও আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা খুব একটা মানি না, কিন্তু একটি বিষয় খুবই ইমপ্রেসিভ এবং সত্য প্রমান হয়েছে। আমার জীবনের নক্ষত্র অনুরাধা এবং আমার জীবনে তা একেবারে মানুষীরুপে এসে আমার জীবনটাকে অমৃৎ রসে ভরিয়ে দিয়েছে। জানিস মঙ্গলা মাসীর মাঠটিকে আমার মাঝেমাঝে সমুদ্র মনে হোত। শুনেছিলাম সাগর কোন কিছু নেয় না যা সাগরে ভেসে যায় সাগর আবার তা ফিরিয়ে দেয়-- সময়ের ব্যবধানে। মঙ্গলা মাসীতো কত সম্পর্ককে জুড়ে দিয়েছেন। আমার বেলায় কেন তা হলো না।

সাগর কেন আমার বুনিকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবে না? কেন ফিরিয়ে দেবে না। তখন জানতাম না যে সাগরে যদি কোন কিছু চোরা স্রোতের টানে গভীর সমুদ্রে চলে যায়সেটা আর তীরে ফেরে না। আর অন্যান্য যা ফিরিয়ে দেয় সেটাও সময়ের ব্যবধানে কালের নিয়মে যে রুপে চলে যায় সেই রুপে ফিরে আসে না। আমার বেলায় শেষের অবস্থাটাই ঘটেছিল। অনুরাধাও আমার মধ্যে মাত্র চার বছরের ব্যবধান। প্রথম থেকেই আমাদের মধ্যে খুব মধুর সম্পর্ক -- একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। বুনির অভাবে আমাকে উনি এতটাই কাছে টেনে নিয়েছিলেন যে আমি ওই অবস্থাটির মধ্যের কষ্টটি অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। একটি চাইনিজ পরিবার সোনাদাদুর হেল্পে ভাগলপুরে জুতোর দোকান করে। অবসর সময়ে কয়েকজনকে মার্শাল আর্ট শেখাতে আমিও শিখতাম, খুব ভাল লাগতো কারণ খালি হাতে এত সুন্দর আত্মরক্ষার পদ্ধতি আর কোথাও দেখিনি। বুনিরা চলে যাওয়ার পর একদিন খুব কষ্ট হচ্ছিল আমি বাড়িতে থাকতে পারলাম না। সোজা মাস্টারের বাড়িতে চলে গেলাম। বেরোনোর সময় মা বললো, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি , কোনো উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম যা আমি কখনো করিনি। *(ক্রমশ)*

মাতৃভাষা দিবস পালন তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে

পুস্পজিৎ সরকার
(শিক্ষক, সম্পাদক, শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যেসব প্রকল্প চলছে তারমধ্যে একটি হলো তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। শান্তিনিকেতনের আদলে পরিচালিত হয় এই বাংলা মাধ্যম স্কুলটি। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব ছাত্রছাত্রীদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচি আমরা নিয়েছি। সেদিন তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুল চত্বরেই অনুষ্ঠান হবে। ভাষা দিবসের গুরুত্ব সকলেই বুঝবে এটা আশা করি। সব ভাষাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে নিজের

মাতৃভাষার তুলনা নেই। যে কোনো ভাষা শিখতে দ্বিধা নেই। ইংরেজি, জার্মানি, ফরাসি সব ভাষা মানুষ শিখুক। কিন্তু নিজের ভাষা , স্থানীয় ভাষা যাতে হারিয়ে না যায় তা দেখতে হবে আমাদের সকলকে। আর বাংলা ভাষাতো এক মিষ্ট ভাষা,সুন্দর ভাষা।

শান্তিনিকেতনের আদলে আমাদের তরাই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলটি চলছে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। আবাসিক হিসাবে চলে এই স্কুল। আশ্রমিক শিক্ষার পরিবেশ সেখানে রয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সুষ্ঠু পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা গ্রহন করছে। এই স্কুলে হতদরিদ্র, যাদের কেউ নেই তারাও এখানে এসে লেখাপড়া শিখছে। বেশ কয়েকজন অনাথ শিশু রয়েছে তাদের পড়াশোনা, খেলাধূলা সবকিছু আমরা শিখিয়ে চলেছে। তাদের থাকাখাওয়ার বন্দোবস্ত রয়েছে। অসহায় এইসব শিশুকে কিছু মানুষ সহযোগিতা করছে। চল্লিশ জন অনাথ শিশু আমাদের আবাসিক হস্টেলে রয়েছে। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা এখানে এসে অসহায় এইসব শিশুকে সহযোগিতা করতে পারেন। ৮০ জি ধারা অনুযায়ী তারা কর ছাড়ও পাবেন। শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি দুধা জোতে এই স্কুলের অবস্থান। কাছেই রয়েছে বুড়াগঞ্জ। সেই বাংলা মাধ্যম স্কুলে আমরা শিশুদের মধ্যে মাতৃভাষার গুরুত্ব বেশি করে প্রচার করবো একুশে ফেব্রুয়ারি। এই স্কুলের জন্য কেউ সহযোগিতা করতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে ৮৭৫৯১০০৮৭৬